BANGLAKITAB.com

মহিলাদের দ্বীনি মেহনতের গুরুত্বের আলোচনা অর্থাৎ মহিলাদের দ্বীনি মেহনত করাতে কি লাভ হবে, না করলে কি ক্ষতি হবে?

হজরতজী মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব (রহঃ) বলেছিলেন, দুনিয়াতে যে পরিমান পুরুষ তার চেয়ে বেশি মহিলা এবং মহিলারা যে পরিমাণ তার চেয়ে বেশি বাচ্চারা।

যদি শুধু দ্বীনের মেহনত পুরুষের উপর করা হয় অথবা পুরুষরা শুধু দ্বীনের মেহনত করে তাহলে সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে শুধু এক-তৃতীয়াংশের উপর মেহনত হল। অতএব যদি আমরা পুরো উম্মতকে দ্বীনের মেহনতের হরকতে আনতে চাই তাহলে পুরষ, মহিলা এবং বাচ্চা সকলের উপর মেহনত করতে হবে।

এই উম্মত ইব্রাহিম (আঃ) এর মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উম্মত দুনিয়াতে প্রকাশ হয়েছে ইব্রাহিম (আঃ) এবং তার খানদানের কোরবাণীর উপর। এই উম্মতের দুনিয়াতে আসার জন্য কোরবানী দিয়েছেন ইব্রাহিম (আঃ) ও মা হাজেরা ও হজরত ইসমাইল (আঃ)।

ঘটনা এই রকম, যখন ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহপাকের হুকুমে মা হাজেরা ও ইসমাইল (আঃ) কে সাথে নিয়ে নির্জন জঙ্গল ও মরুভূমির প্রান্তে যেখানে কোন আবাদি ছিল না, যেখানে কোন খানাপিনার ব্যবস্থা ছিল না, কোন নিরাপত্তা ও হেফাজতের ব্যবস্থা ছিল না, ঐখানে ঐ অবস্থায় ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহ-র হুকুমে উটের উপর থেকে উহাদের দুজনকে অর্থাৎ মা হাজেরা ও ইসমাইল (আঃ) কে ঐখানে নামিয়ে দিয়ে যখন চলে আসছিলেন তখন মা হাজেরা ইব্রাহিম (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আয় ইব্রাহিম তুমি আমাকে এখানে একাকী এই নির্জন জায়গায় কেন ফেলে দিয়ে যাচ্ছো? তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন।

ইব্রাহিম (আঃ) কোন উত্তর দিলেন না। শেষ বেলায় যখন মা হাজেরা জিজ্ঞাসা করলেন, আয় ইব্রাহিম, তবে কি আপনার উপর আল্লাহর এই রকমই হুকুম হয়েছে?

ইব্রাহিম (আঃ) চলে যাচ্ছিলেন, পিছনে না ফিরে ইশারাতে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। তখন মা হাজেরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহপাকের

যখন আমার জন্য এই রকমই হুকুম হয়েছে তখন আল্লাহপাকই আমাকে নিজের কুদরতে হেফাজত করবেন। আল্লাহ-র হেফাজতই আমার জন্য যথেষ্ট, আর আমার কারও প্রয়োজন নাই।

কিছুদিন পর যখন যে সমস্ত খেজুর, পানি ইবরাহিম (আঃ) দিয়েছিলেন তা যখন ফুরিয়ে গেল মা হাজেরা উপবাসে কাটাতে লাগলেন। এর কারণে ইসমাইল (আঃ) কে স্তনের দুধ পর্যন্ত দিতে পারছিলেন না।

ছোট ইসমাইল (আঃ) তখন ক্ষুধা ও পিপাসার কারণে ছটফট করছিলেন। মা হাজেরা পানির সন্ধানে সাফা -মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি করছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের রহমতের জোয়ার এল। ইসমাইল (আঃ) এর পায়ের তলার মাটি থেকে যমযম পানির ফোয়ারা ছুটল। পরে ঐ যমযম কুঁয়োকে কেন্দ্র করে মক্কাভূমি তৈরী হল।

মুফতি জয়নাল আবেদিন সাহেব (রহঃ) বলেছিলেন ১২ বৎসর পর যখন ইব্রাহিম (আঃ) পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে দেখবার জন্য জর্ডান, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ, বর্মা পর্যন্ত সফর করে মক্কা মুয়াজ্জেমায় পৌঁছিলেন তখন ইসমাইল (আঃ) ১২ বৎসরে বালক, সাবালকের নিকটবর্তী হয়েছেন। তার সুন্দর চেহারা দর্শন করে ইব্রাহিম (আঃ) এর ভিতরে ছেলের প্রতি পিতার মহব্বতের জোশ এল। তখনই স্বপ্নযোগে আল্লাহ-র হুকুম হল, আয় ইব্রাহিম, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে আমার নামে কোরবানী কর। তখন ইব্রাহিম (আঃ) ইসমাইল (আঃ) কে আল্লাহর নামে কোরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং ইসমাইল (আঃ) ও আল্লাহর নামে কোরবানী হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। ইব্রাহিম (আঃ) পুত্রের গলায় যখন ছুরি রেখেছেন সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তায়ালার হুকুম অবতীর্ণ হল, আয় ইব্রাহিম, তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছো, আমার হুকুমকে পুরা করেছো। তোমার কোরবানী কবুল হয়েছে। তুমি ঐ ছুরি ওঠাও ইসমাইলের বদলে বেহেস্তের দুম্বার উপর ঐ ছুরি চালাও। আয় ইব্রাহিম আমি তোমার উপরে খুশি হয়েছি, তুমি আমার নিকট কি চাও বল, আমি তোমায় তা দেব"।

তখন ইবরাহিম (আঃ) আল্লাহর নিকট দোওয়া করলেন, আয় আল্লা আপনি আমার সন্তানদের মধ্য হতে এমন এক উম্মত দুনিয়াতে পাঠান যারা নিজেদেরকে এই রকম কোরবানী করবে।

হাদিস শরিফের সারমর্মে এসেছে হুজুর (সঃ) বলেছেন ইব্রাহিম (আঃ) এর ঐ দোওয়ার বরকতে আল্লাহ এই উম্মতকে দুনিয়াতে পাঠালেন। ঠিক এই উম্মতের বুনিয়াদের মধ্যেও তিন জনের কোরবানী আছে।

এক - হুজুর আকরম (সঃ) এর, দুই - মেয়েদের মধ্যে হজরত খাদিজা (রাঃ), তিন - বাচ্চাদের মধ্যে হজরত আলী (রাঃ)। এই তিনজনের কোরাবনীতে ইসলাম দুনিয়াতে প্রকাশ পেল।

মহিলাদের দ্বীনের মেহনতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রসঙ্গে হাজী আব্দুল মুকিত সাহেব (রহঃ), বাংলাদেশের জিম্মাদার, বলেছিলেন স্ত্রীকে সহধর্মিনী বলা হয় অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোক দ্বীনের কাজে তার স্বামীর সাহায্যকারিনী হবেন।

একবার তিনি বলেছিলেন - স্বামী-স্ত্রীর উদাহরণ গরুর গাড়ির দুটি চাকার মত। যদি গরুর গাড়ির একটি চাকা খুব বড় হয় এবং অন্য চাকাটি খুব ছোট হয় তাহলে ঐ গরুর গাড়িটি যতই টানা হোক না কেন সামনের দিকে এগোবে না বরং একই জায়গায় বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে।

তদরূপ যদি স্বামী শুধু দ্বীনের মেহনত করে এবং দ্বীনের জন্য কোরবানী দেয় তার মধ্যে দ্বীনের ফিকির ও জজবা পয়দা হবে এবং তার স্ত্রীর মধ্যে দ্বীনের কোন ফিকির না থাকে ও স্বামীর কোরবানীর মধ্যে শরিক না থাকে, তাহলে ঐ দম্পতির অবস্থাও ঐ গরুর গাড়ির মত হবে। এই জন্যই বলা হয় পুরুষ মেহনত করে দ্বীনকে ঘরের দরজা পর্যন্ত আনতে পারে কিন্তু ঘরের ভিতরে দ্বীনকে চালু করার জন্য মেয়েলোকের ফিকির ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

বাচ্চারা অধিকাংশ সময় মায়ের নিকটই থাকে। তাই বাচ্চাদের উপরে মায়ের প্রভাব বেশি পড়ে। মায়ের মধ্যে যদি দায়ী - আনা ফিকির থাকে এবং দ্বীনী জেহেন বেনে থাকে তাহলে আশা করা যায় বাচ্চারাও দ্বীনদার বানবে।

পুরুষরা আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার সাথে সাথে যদি মহিলাদেরকেও আল্লাহ-র রাস্তায় বের না করে তো পুরুষ যখন কমজোর হয়ে যাবে তখন ঐ মহিলারা পুরুষকে জামাতে বার হতে দেবে না।

যেমন একটা ঘটনা। উহা এই যে - একজন মুবাল্লিগ সাহেব চার মাস আল্লাহর রাস্তায় লাগানোর পরে বাড়িতে ঠিক মত তালিম করে না, নিজের স্ত্রীকে আল্লার রাস্তায় বার করে না, স্ত্রীরও মেজাজ বানায় নাই, নিজে জোর করে করে বাৎসরিক চিল্লা, মাসে তিন দিন ইত্যাদি পাবন্দীর সহিত লাগিয়ে যায়। যখন

BANGLAKITAB.com

একটু বয়স হল তখন তিনি এরাদা করলেন এবারে বিদেশে জামাতে যেতে হবে এবং তার এই ইচ্ছা নিজের স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করলেন। স্ত্রী তখন নিজের ছেলেদেরকে নিজের নিকট ডেকে বলিলেন, দেখ বাবারা, তোমাদের আব্বাতো আমাকে সারাজীবন জ্বালিয়ে এল আবার এই বুড়ো বয়সে রোজগারপাতি যখন কমে গেছে তখন বিদেশ সফরে যাবার এরাদা করেছেন। এর মানে জীবনে অল্প স্বল্প, একটু আধটু যা সঞ্চয় হয়েছে সেটুকুও শেষ করে দিয়ে তোমাদিগকে পথে বসাতে চান। এখন এ বিষয়ে তোমরাই চিন্তা করে বল কি করা হবে? তখন যুবক ছেলেরা মায়ের কথাতে এক মত হয়ে গেল এবং বলল আব্বাকে বিদেশে জামাতে যেতে দেওয়া হবে না।

তখন মা ও ছেলেরা মিলে বাড়ির মধ্যে একটা পার্টি হল এবং আব্বা একা একদিক হওয়াতে তখন ঐ মুবাল্লিগ সাহেবের তবলীগ ঐখানেই শেষ হয়ে গেল। আর যখন মুবাল্লিগ সাহেবের জানাজা বের হয়ে যাবে তখন তবলীগেরও জানাজা বের হয়ে যাবে।

এই জন্য হজরত মাওঃ ইনামুল হক? সাহেব (রহঃ) বলেছিলেন কখনও কখনও দূরে কিংবা নিকটে, অল্প অথবা বেশি সময়ের জন্য মারকাজের পরামর্শ অনুযায়ী নিজের মাহরম পুরুষের সাথে শরিয়তের পাবন্দীর সহিত মহিলারাও আল্লাহর রাস্তায় সফর করবেন। এতে বহুতই ফায়দা হবে।

মহিলাদের দ্বীনি মেহনতে কি কি কাজ আছে তার বিস্তারিত আলোচনা ঃ

মাস্তরাতের কাজের তিনটি রূপ। ১) ঘরের তালিম, ২) সাপ্তাহিক ইজতেমায়ী তালিম, ৩) মাশওয়ারাহ অনুযায়ী মাহরমকে সাথে নিয়ে শরিয়তের পাবন্দীর সহিত তিন দিন, দশ দিন, বিশ দিন ও চিল্লার জন্য জামাতে বেরোনো।

১) ঘরের তালিম ঃ ঘরের তালিমে মাহরম পুরুষ ও বাচ্চদিগকে নিয়ে মহিলারা দৈনিক ফাজায়েলের কিতাবের তালীম পাবন্দীর সহিত করবে।

হুজুর (সঃ) এর পবিত্র মোয়াশেরা অর্থাৎ আপোষের খানাপিনা, থাকা ওঠা বসা, হুজুর (সঃ) এর মোবারক ঘরওয়ালী মেয়েদের মত সাদা সিধেওয়ালী জীবন যাপনের জন্য রগবত পয়দা করে ঐ অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা।

ক) বাড়ির প্রতিটি ব্যক্তি দৈনিক আপোষে একে অপরের সহিত ঈমান এক্বীনের কথা বলা আর অপরকেও ঐ কথা বলার জন্য তৈরী করা এইজন্য যে যাতে সকলেরই দাওয়াতওয়ালী মেজাজ তৈরী হয়।

খ) বাড়ির মধ্যে পুরোপুরি ভাবে নামাজের পরিবেশ তৈরী করা এবং তার সঙ্গে কোরআন পাকের তেলাওয়াত করা এবং তিন তসবিহ আদায় করার পরিবেশ তৈরী করা।

গ) বাড়ির প্রতিটি কাজে কম সময় লাগানো এবং নূরানী আমলে বেশি সময় যেন লাগে। নিজেদের প্রয়োজনগুলিকে ঈমানী পরিবেশ দ্বারা পুরা করা।

ঘ) ঈমানী আমলের দ্বারা বাচ্চাদেরও দ্বীনের তরবিয়ত দেওয়া।

ঙ) স্থানীয় মাকামী কাজ ও আল্লাহর রাস্তার তাকাজাকে পুরা করার জন্য ফিকির ও পরামর্শ করা এবং কমপক্ষে প্রতিটি ঘর থেকে একজন মানুষ আল্লাহর রাস্তায় সবসময় যেন থাকে।

বাড়ির তালীমে দৈনিক দুটি আমল ঃ

১। ফাজায়েলের কিতাবের তালীম।

২। ছয় নম্বরের আলোচনা।

বাকি অবসর সময়ে অন্যান্য দ্বীনি বিষয় শিক্ষা করা।

২। সাপ্তাহিক ইজতেমায়ী তালীম ঃ

এতে চারটি আমল এবং তা মসজিদওয়ার জামাত নির্ধারণ করবে।

১। তালীম কে করবে?

২। ছয় নম্বরের মুজাকারার জিম্মাদার কে হবে?

৩। এস্তেকবালে কে থাকবে?

৪। তশকিল কে করবে?

৩। মা-বোনেদের জামাতে বেরোনো ঃ

ক) আসলে মা-বোনেদেরকে জামাতে এই জন্য বের করা হয় যাতে তাদের বেরোনো শরিয়তি পর্দা পাবন্দী করা এসে যায়। আজকে আমাদের মা-বোনেরা যখন কোন প্রয়োজনের কারণে বাহির হয় তখন শরিয়তের পর্দার ভিতরে বের হয় না।

খ) মা-বোনেরা আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে আল্লাহ-র দ্বীনের জন্য হিজরত করার হক্বীকত অর্থাৎ ঘরবাড়ী ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরোনোটা কি বুঝে আসুক এই

BANGLAKITAB.com

জন্য যাহাতে সত্যিকারের নুসরত করনেওয়ালী তৈরী হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত হিজরত করার হক্বীকত অর্থাৎ ঘর বাড়ি ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরোনোর হক্বীকত বুঝে আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের দ্বীনের মেহনতের সাহায্যকারিনী বানতে পারবে না। এর দ্বারা স্থানীয় মাকামী কাজের সাহায্যকারিনী এবং আল্লাহর রাস্তায় বাহির করার সাহায্যকারিণী হবে।

মহিলাসহ জামাত বাহির হওয়ার সূচনা (আরম্ভ হওয়ার ঘটনা) কিভাবে হল ঃ

হজরত মাওলানা দাউদ সাহেব, মুদ্দা জিল্লুহুল আলী, বলেছেন মহিলা সহ জামাতের কাজ শুরু হয়েছে ১৯৪২ সালে। উনি বলিয়াছেন, আমি দিল্লীতে মাদ্রাসা সুবহানিয়াতে? পড়াশোনা থেকে ফারেগ হয়ে ১৯৪১ সালে হজরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর খিদমতে হাজির হলাম। আমি যখন মাদ্রাসা সুবহানিয়াতে পড়াশোনা করতাম তখন হজরত মাওলানা আব্দুস সুবহান সাহেবের বাড়িতে যেতাম। উনার বিবিকে আমি আম্মাজান বলতাম। আমায় খুব ভালবাসতেন।

আম্মাজি দিল্লীতে বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের ভিতরে তবলীগের কিতাব পড়ে শুনাতেন এবং উহার কারগুজারী আমি মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের নিকট পৌঁছাইতাম। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) যে হেদায়েত দিতেন তা আমি আম্মাজির নিকট পৌঁছাতাম।

একদিন আম্মাজি আমকে বললেন, তুমি তোমার হজরতকে আমার তরফ থেকে বলিবে, "তোমাদের হজরতজী পুরুষদের জামাত পাঠাচ্ছেন কিন্তু মেয়েদের জামাত কেন পাঠাচ্ছেন না?"

আমি হজরতজি মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) কে বললাম যে আম্মাজি বলেছেন, তোমাদের হজরত মেয়েদের জামাত কেন বার করছেন না?

মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এই কথা শুনিয়া খুব খুশি হলেন এবং অসংখ্য দুয়া দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, তুই এই তিনজনের কাছে মহিলাদের জামাত বের করার সম্বন্ধে মত নিয়ে আয়। আমি তখনই হজরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবের নিকট গেলাম। হজরতজী মহিলাদের জামাত বের করতে

চাইছেন, আপনাদের কি মত?

হজরতজী মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব বললেন এখন তো পুরুষের জামাত বার করার ব্যাপারেই উলামাদের বুঝে আসছে না, তো মহিলাদের জামাত বার করা তারা কেমন করে মেনে নেবেন? অতএব আমার মত নেই।

ঠিক এইভাবে ক্বারী দাউদ সাহেব (রহঃ) এর নিকট গেলাম। তাঁহারও ঐ একই মত।

তারপর হজরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (হঃ) এর খিদমতে গেলাম এবং বড় হজরতজীর কথা পেশ করলাম। মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) উত্তর দিলেন, আমার তো মত নেই যদিও মহিলাদের সহিত একটি মহিলার সঙ্গে দুটো করে মাহরম পুরুষ থাকে, উহার বাপ এবং স্বামী, তবুও মহিলা জামাত বের করার ব্যাপারে আমার মত নেই।

ঠিক যেমনটি ঐ তিন হজরত আমাকে নিজেদের মত জানালেন, ঠিক ঐরূপভাবেই আমি হজরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) এর নিকট তাহাদের কথা পৌঁছাইয়া দিলাম।

মাওলানা মহম্মদ ইউসুফ সাহেবের (রহঃ) এ কথা শুনে হজরত খুব রেগে গেলেন এবং আমাকে বললেন যে সমস্ত মহিলারা জামাতে বের হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে উহাদিগকে সাথে করে নিয়ে দিল্লীতে একটা ঘরে জমা করো এবং হেদায়তী কথা শুরু করো আর আমি ঐ সমস্ত মুসলমানদের নিকট যাই যাহারা মহিলা জামাত বার করার ব্যাপারে মত দেয় নাই এবং কেন উহাদের মত নাই জিজ্ঞাসা করি।

মাওলানা দাউদ সাহেব বলেন তখন ঐ সমস্ত মহিলাদেরকে নিয়ে দিল্লীর পাহাড়গঞ্জের একটা ঘরে জমা করলাম। তারপরে আমি হেদায়েতি বয়ান শুরু করে দিলাম।

যোহরের নামাজ পড়ে হজরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) মাওলানা নূর মহম্মদ সাহেবকে নিয়ে পাহাড়গঞ্জে পৌঁছালেন। মাওলানা নূর মহম্মদ সাহেব বয়ান শুরু করে দিলেন।

বায়ানের মাধ্যমে মাওলানা নূর মহম্মদ সাহেব বললেন দ্বীন শিক্ষার জন্য মহিলাদেরকেও জামাতে বার হওয়া দরকার কিন্তু মহিলারা বিনা মাহরমে জামাতে যেতে পারবে না।

BANGLAKITAB.com

বায়ানের শেষে হজরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) মাওলানা নূর মহম্মদকে খুব ধমকাইলেন এবং বললেন তোকে কে মুফতি হতে বলেছে? তুই কেন বললি বিনা মাহরমে মেয়েদের বার হওয়া চলবে না? এই সর্বপ্রথম জামাত বার হচ্ছে, এখন থেকেই মসলা মসায়েলের উপরে এত জোর দেওয়া কেন? এখন তো শুধু মহিলাদেরকে জামাতে বার হওয়ার জন্য উৎসাহজনক কথা বল।

তারপরে উনি মাওলানা ইউসুফ সাহেবের কাছে গেলেন এবং হাতে একটা বেত নিলেন এবং খুব রাগের স্বরে বললেন, আরে ইউসুফ, তুই শুধু মুসলমান? আমরা কেউ মুসলমান নই? তুই কেমন করে বললি যে মহিলাদের জামাতে বেরোনো সম্বন্ধে আমার মত নেই যদিও মাহরম পুরুষ মহিলাদের সঙ্গে থাকে। কেন এই মহিলারা কোথায় যায় না? ইহারা বিয়ে শাদীতে যায়, সুখে দুঃখে লোকের বাড়ি যায়, দিল্লীর মহিলারা মাহরুলিতে (অর্থাৎ মেলাতে) যায়, মহিলারা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে যায়, ওকলা শহরে বেড়াতে যায়। ইউসুফ তুই কেমন করে বললি আমার রায় নাই?

তারপরে মাওলানা দাউদ সাহেব দিল্লী হতে মারকাজে যখন ফিরলেন তখন মাওলানা মহম্মদ ইউসুফ সাহেব মাওলানা দাউদ সাহেবকে খুব বকলেন। দাউদ, তুই আমার সম্বন্ধে হজরতকে কি বলেছিস?

মাওলানা দাউদ সাহেব বললেন হজরত আপনি যে কথা আমাকে বলেছিলেন তাই আমি নকল করে হজরতের সামনে পৌঁছে দিয়েছি।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব বললেন দেখ দাউদ, আজকে আব্বাজী আমার উপর এত রেগে গিয়েছেন, শুধু ছড়ি দিয়ে মারতেই বাকি ছিল, মুখে বহু কিছু আমাকে বললেন। মাওলানা ইউসুফ সাহেবের তো তাঁর পিতার রাগান্বিত হওয়া ও মহিলাদের বিভিন্ন জায়গায় বেরোনোর কথা শুনে তাঁর ভিতর থেকে মহিলা জামাত বেরোনোর ব্যাপারে অর্ধেক সন্দেহ ও খটকা দূর হয়ে গেল।

তারপর মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) একের পর এক মহিলা জামাত মেওয়াতের দিকে পাঠাতে শুরু করলেন। এর ফলে কিছুদিন পর একটা ঘটনা ঘটল।

তৎকালীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় মুফতি সাহেব, মুফতিয়ে আজম মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব (রহঃ) যখন মহিলাদের জামাতে বেরোনোর কথা শুনলেন তখন মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) এর উপর খুব রেগে গেলেন এবং বললেন,

মাওলানা ইলিয়াস এ আবার কি ফেতনা শুরু করেছে? মাওলানা ইউসুফ সাহেব ও অন্যান্য হজরতরা মহিলা জামাত বের করার ব্যাপারে যাহারা মত দেয় নাই ও যে ভয়টা করেছিলেন তখন তাই সামনে এসে গেল।

যখন মুফতি কেফায়াতুল্লাহ সাহেবের রাগন্বিত হওয়ার কথা মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের নিকট পৌঁছাল তখন বড় হজরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) সেই মুহূর্তেই ঘোড়ার গাড়ি চেপে নিজামুদ্দিন মারকাজ থেকে দিল্লীতে মাদ্রাসা আমিনিয়ায় পৌঁছলেন এবং হজরত মুফতি আজম মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ সাহেবের খিদমতে হাজির হলেন এবং মহিলা জামাত বার করার ফায়েদা বলার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা জামাত বের করার গুরুত্ব এবং বেরোনোর ব্যাপারে সমস্ত শর্তের কথা শোনালেন।

যেমন, যখন মহিলা সহ জামাত বের হয় তখন প্রত্যেক মহিলার সঙ্গে তার মাহরম পুরুষকে বার করা হয়।

সবচেয়ে প্রথম স্বামীকে সাথে দেওয়া হয়, যদি না হয় পিতাকে, তাও যদি না হয় পুত্রকে, তাও যদি না হয় ভাইকে ঐ মহিলার সহিত বার করা হয়।

কিন্তু কখনও কোন মহিলা যদি তার নিজের মাহরম পুরুষ ছাড়া জামাতে বার হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে এসে যায় এবং বলে "আমার মাহরম পুরুষ আগামী কাল বা পরশু এসে যাবে আমাকে জামাতে নেওয়া হোক" তখন ঐ মহিলাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং মহিলা সহ জামাত যেখানে যাবে প্রথমে ঐখানে খবর দেওয়া হয় কারণ মহিলাদের থাকার জন্য যে বাড়ি নির্দ্দিষ্ট করা হয় তাকে পুরুষ ও বেটাছেলে ইত্যাদি হতে খালি করার জন্য।

এমন বাড়িতে মহিলা জামাত থাকবে যেখানে ঐ বাড়ির আশেপাশের মহিলারা জামাতের মহিলাদের কাছে আসা যাওয়া করিতে পারে।

মহিলা জামাতের মাহরম পুরুষ সাথীরা স্থানীয় পুরষদের সাথে মিলিত হয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পুরুষদের সাথে কথা বলবে যে আপনারা আপনাদের মহিলাদেরকে অমুক ভাইয়ের বাড়িতে মহিলা জামাতের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং আরও বললেন জামাতের এই মহিলারা ঐ নির্দ্দিষ্ট বাড়ি থেকে কোথাও যায় না। পর্দার বন্দোবস্ত করা হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি সমস্ত শর্তের কথা শুনালেন।

মুফতি আজম মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ সাহেব (রহঃ) এই সমস্ত কথা শোনার পরে তাঁর দিলের মধ্যে একটা বড় ইতমিনান ও নিশ্চিন্ততা হাসেল করলেন

BANGLAKITAB.com

এবং বললেন এত সমস্ত শর্তের পাবন্দীর সঙ্গে যদি মহিলা সহ জামাত বের হয় তো কোনও প্রকার ক্ষতির কারণ নেই।

তারপরে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) মহিলা সহ জামাত বের করতে শুরু করে দিলেন এবং যে জামাত কাজ করে আসতো, ঐ জামাতের কারগুজারি মওলানা ইউসুফ (রহঃ) শুনতেন। এতে মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এর মহিলা সহ জামাতের বের হওয়ার উপরে যে সমস্ত আপত্তি ছিল তা আস্তে আস্তে দূর হয়ে গেল এবং সর্বপ্রথম জামাত "ঘাসেরা" গেল এবং নুহ-এর নিকটবর্তী আশেপাশে গ্রামে দশ দিন সময় পুরা করল।

মাস্তুরাত সহ জামাতের কাজ যখন শুরু হয়ে গেল মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) মন্তব্য করে বললেন, আমার পুরোপুরি একীন আছে যদি সহিহ উসুলের সাথে মহিলাসহ জামাতের কাজ শুরু হয়ে যায় তাহলে দ্বীন দুনিয়াতে চমকে যাবে। আর মাওঃ ইউসুফ সাহেব (রহঃ) বলেছিলেন যদি আমার আব্বা বড় হুজুর (রহঃ) মহিলা সহ জামাত বার না করতেন তাহলে আর কেউই মহিলা সহ জামাত বার করতে সক্ষম হতেন না। আর যখন উনি মহিলা সহ জামাত বার করেছেন তখন আর কেউই তা রুখতে পারবেন না।

মহিলাদের আল্লাহপাকের রাস্তায় সফর করার শর্তগুলির আলোচনা ঃ

১) জেলা মারকাজের মাশওয়ারার মাধ্যমে মহিলাদের সফরে যাওয়ার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
২) শরিয়ত অনুযায়ী মাহরম পুরুষ ছাড়া কোনও মহিলা আল্লাহ পাকের রাস্তায় সফরে যেতে পারবেন না। আল্লাহ্-র রাস্তায় সফর স্বামীর সহিত উত্তম।
৩) পুরোপুরি পর্দার সাথে সফর হবে। পুরো শরীর বোরখা দিয়ে ঢেকে রাখার সাথে সাথে মহিলাকে নিজের চেহারাকেও ঢেকে রাখতে হবে। হাতে পায়ে মোজা থাকবে।
৪) পোষাক সুন্নাত মোতাবেক হবে অর্থাৎ শালোয়ার, কামিজ, ওড়না হওয়া চাই এবং ঢিলেঢালা সাদাসিধে শালোয়ার কামিজ পরতে হবে। কমপক্ষে দুই জোড়া সফরে নিতে হবে। গহনা ইত্যাদি সাথে থাকবে না।

৫) অবিবাহিত যুবতী মেয়ে মা ছাড়া একাকী পিতা বা ভাইয়ের সঙ্গে সফরে যাবে না, তাও কেবল তিন দিনের জামাতে যাবে, দশ দিন ও চিল্লার জামাতে যাবে না। তাও এই অবিবাহিত মেয়েদের সংখ্যা জামাতে দু-একজনের বেশি না হয়।
৬) ছোট ছোট বাচ্চা সঙ্গে নেওয়া হবে না, কেননা ছোট বাচ্চা সঙ্গে থাকলে তাদের দেখাশোনার জন্য মনোযোগ সহকারে আমল করতে পারবে না।
৭) দশ বা তার উর্দ্ধে ছেলেদের সহিত পর্দা করতে হবে।
৮) পর্দা তিন ভাবে হবে। - ক) নিজে অন্য পুরুষকে দেখা হতে বিরত থাকতে হবে।
খ) নিজেকে কালো বোরখা দ্বারা মাথা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।
গ) মহিলাদেরকে নিজের গলার আওয়াজকেও পর্দা করতে হবে।
৯) একজন মাহরম পুরুষ দুজনের বেশি মহিলা নিয়ে সফর করতে পারবে না। একটা জামাতের ভিতর একজন মাহরম পুরুষই দুজন মহিলাকে সঙ্গে নিতে পারবেন। উত্তম হল একজন মাহরম পুরুষের সঙ্গে একজন মহিলা থাকবেন। মাহরম পুরুষকে অবশ্যই বিবাহিত হতে হবে ও দাড়িওয়ালা হতে হবে এবং সময় লাগানো কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাথী হতে হবে যাতে তিনি পুরুষের মধ্যেও কাজ করতে পারেন।
১০) সব সময় অসুস্থ থাকা মহিলা ও অধিক বৃদ্ধা মহিলা ও অত্যন্ত দুর্বল মহিলা ও ছয় মাসের উর্দ্ধে গর্ভবতী মহিলাদের জামাতে জোড়া যাবে না।
১১) মহিলা সহ জামাতের সংখ্যা ৫ বা ৬ জোড়ার বেশি হবে না।
১২) প্রত্যেক জামাতে ২, ৩ জন পুরোনো কাম করনেওয়ালী এমন মহিলা থাকা চাই যাহারা বাড়ির ভিতরে ফাজায়েলের কিতাব পড়তে পারবেন ও মাশওয়ারা মোতাবেক ভিতরের কাজকে সামাল দিতে পারবেন।

সফর চলাকালীন মহিলা সহ জামাতকে কি কি উসুলের পাবন্দী করতে হবে তার বিবরণ ঃ

১) মহিলাসহ জামাতে বাহির হওয়ার সময় স্বামী স্ত্রী উভয়কে হজের মত এহরাম অবস্থায় বাঁধার পর যে সমস্ত জিনিস স্বামী-স্ত্রীর উপর নিষিদ্ধ হয়ে যায়

BANGLAKITAB.com

এই সফরেও সেই সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ থাকবে।

২। জামাতের প্রত্যেক পুরুষ সাথী প্রত্যেক দিন নিজ মহিলার সাথে দেখা করতে যাবে না বরং জামাতের যে জিম্মাদার হবে সে পালাক্রমে নিজের সাথীদিগকে কারগুজারী নেওয়ার জন্য পাঠাইবে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাগজের দ্বারা লিখে যোগাযোগ করা ভাল। মহিলাদের এজতেমায়ী আমলের সময় এবং রাত্রে কোন পুরুষ সাথী যেন নিজ মহিলার সাথে দেখা করতে না যায়।

৩। মহিলাদের ২৪ ঘন্টার আমলের নিজাম পুরুষ সাথীরা পরামর্শ করে ঠিক করে দেবেন এবং পরামর্শের কাগজ বিভিন্ন সাথীর মাধ্যমে মহিলাগণের নিকট সময়মত পাঠাবেন।

৪। মাঝে মাঝে পুরুষ সাথীরা জামাতের মহিলাগণের সহিত কাজের বিভিন্ন বিষয়ে মুজাকারা করতে যাবেন।

মুজাকারার বিষয়বস্তু এই হবে যেমন - আপোষের জোড় একে অপরকে একরাম করা ও ভালবাসা, আমীরকে মেনে চলা, বাড়ির ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, খিদমতের জজবা সম্বন্ধে, নিজ সময়ের হেফাজত করা, স্থানীয় মা-বোনেদের সহিত এখতেলাত করে (আপোষে মেলামেশা) ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেওয়া শেখা, প্রত্যেকেই নিজে নিজে পাবন্দীর সহিত আল্লাহর দরবারে দোওয়া কান্নাকাটি করা। ব্যক্তিগত আমলের পাবন্দী করা যেমন ক্বোরআন তেলাওয়াত, তিন তসবিহ, জিকির আজকার, এশরাক, চাশত, আওয়াবিন ও তাহাজ্জুদের পাবন্দীর সঙ্গে এজতেমায়ী আমলেরও পাবন্দী করা, ছয় নম্বর মুজাকারা, মা বোনেদের জরুরী কাজ, পুরুষদের নগদ জামাতে বাহির হওয়ার ফিকির করা ইত্যাদি বিষয়ে মুজাকারা হবে।

৫। যে ঘরে জামাতের অবস্থান হবে সেই ঘরে আসবাব পত্র যতটা সম্ভব ব্যবহার না করা, বিশেষ করে টেলিফোন।

৬। যে ঘরে জামাতের মহিলারা অবস্থান করবে সেই ঘরে জামাতের মহিলারা মেহমানের মতো থাকবে না, বরং ঘরকে পরিষ্কার করা এবং বাড়ির ভিতর নানারকম খিদমতে স্থানীয় মা-বোনেদের সহিত পুরোপুরি সহযোগিতা করবে। হিকমতের সহিত বাড়িওয়ালীকে ও তার সহিত ঐ বাড়ির আরও মহিলাদেরকে সমস্ত আমলে শরিক করানোর ব্যাপারে খুব চেষ্টা করবে।

৭। জামাতের মহিলারা স্থানীয় মা-বোনেদের বিভিন্ন আমলে জোড়ার জন্য

গাশত করতে যাবে না। বাইরের কোন কাজে জামাতের মহিলারা যাবে না বরং জামাতের পুরুষ সাথীরাই স্থানীয় পুরুষদের দ্বারা গাশত করে ঘরে ঘরে স্থানীয় মা-বোনদেরকে ঐ নির্দ্দিষ্ট বাড়িতে জমা করার জন্য চেষ্টা করবেন।

৮। আল্লাহর রাস্তায় যে সমস্ত মহিলারা সফর করবেন তাদের সঙ্গে নিম্নলিখিত কিতাবগুলি থাকা চাই। -

ক) ফাজায়েলে আমল, রমজান মাসে ফাজায়েলে রমজান সহ

খ) ফাজায়েলে সাদাকাত

গ) জাজাউল আমল (সুখ দুঃখ কেন হয়)

ঘ) হজের মরশুমে ফাজায়েলে হজ

ঙ) মসনুন দোওয়ার কিতাব

চ) কোরআন মজীদ। এছাড়া অন্য কোন কিতাব থাকবে না এবং এছাড়া নিজের জায়নামাজ ও তসবীহ সঙ্গে থাকতে হবে।

৯। মহিলারা নিজের সামান ও নিজ পুরুষ মাহরমের সামান পৃথক পৃথক ব্যাগে রাখবে।

১০। জামাতের মহিলাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় স্থানীয় মা বোনেদের সহিত আলাপ আলোচনা ছয় নম্বরের ভিতরেই হতে হবে। দুনিয়ার বিষয়ে কোনও আলাপ আলোচনা ও হাসিঠাট্টা যেন না হয়।

১১। জামাতের মহিলাদের কথাবার্তা যেন বায়ানের ঢঙে না হয় বরং আপোষে মুজাকারা অর্থাৎ আলোচনা করার ঢঙে যেন হয়। কথাবার্তার সময় কোরআন পাকের আয়াত ও হাদিসের মূল আরবী যেন বলা না হয়, তবে তার মানে মতলব সারাংশ বলতে পারে।

১২। মহিলারা কিতাব পড়া ও ছয় নম্বরের আলোচনা করা ইত্যাদি দাঁড়িয়ে বা উঁচু জায়গায় বসে মোটেই করবে না। দাঁড়ানো তো দূরের কথা কোন উঁচু জায়গাতেও বসবে না, এমনকি তশকিলও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবে না। স্থানীয় মহিলাদের মজলিস যদি বড় হয় তো মাইক বা ঐ জাতীয় কোন জিনিস ব্যবহার করা চলবে না। মহিলাদের গলার আওয়াজেরও পর্দা করা খুব জরুরী। মজলিস বড় হলে দু-তিনটে বা আরও বেশি গোল হালকা বানিয়ে তালীম ও ছয় নম্বরের আলোচনা ইত্যাদি করবেন।

১৩। মহিলারা কোনও হাদিয়া ইত্যাদি আপোষে লেনদেন করবেন না, এমনকি

BANGLAKITAB.com

কোনও জিনিসের কেনা বেচাও করবেন না।

১৪। জামাতের মহিলারা সকলে মিলে সুরা ইয়াসিন খতম করে একসঙ্গে দোওয়াও করবেন না।

১৫। জামাতের মহিলারা কেবলমাত্র পুরুষদের নগদ জামাত বের করার জন্য স্থানীয় মা-বোনেদের সহিত তশকিলি কথাবার্তা বলবেন, মহিলাসহ জামাত বের করবে না। তবে মহিলা সহ জামাত তৈরী করে তার নামের তালিকা নিজ মাহরম পুরুষের দ্বারা স্থানীয় জিম্মাদার পুরুষের নিকট পাঠিয়ে দিবেন। তখন তাঁরা জেলা মারকাজের মাশওয়ারাহ মুতাবিক জামাত বের করবেন।

১৬। মহিলা সহ জামাতের জিম্মাদার (আমির) পুরুষদের পক্ষ হতেই হবে। তিনি উভয় পক্ষের জিম্মাদার। জামাতের মহিলাদের ভিতর হতে কেউ আমির হবে না। এমনকি আমির সাহেবের বিবিও মহিলাদের আমির নন।

১৭। কোনও পুরুষ মহিলাদের মাঝে বায়ান ও মুজাকারা করতে গেলে একা যাবেন না। কমপক্ষে তিনজন যাবেন ও বয়স্ক সাথী হওয়া চাই।

১৮। মহিলা সহ জামাতের সমস্ত কাজ পুরুষের তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শ মুতাবেক চলবে। জামাতের মহিলারা নিজেরা নিজেই পরামর্শ করে কখনও কোনও কাজ করবেন না।

তবে মহিলারা নিজ নিজ মতামত নিজ মাহরম পুরুষের দ্বারা মাশওয়ারাতে পেশ করতে পারেন কিন্তু তা গ্রহণ করতেই হবে এটা জরুরী নয়।

১৯। মহিলা সহ জামাতের পুরুষ সাথীরা মহল্লার মসজিদে অবস্থান করবে এবং মহিলারা নির্দিষ্ট বাসার এক নির্দিষ্ট কামরায় একসঙ্গে থাকবে।

২০। স্থানীয় মহিলাগণ খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে খাবার পেশ করলে জিনিসপত্র যদি পছন্দ না হয় তখন যেন এমন আচরণ না করেন যাতে মেজবানের মনে কষ্ট হয়।

২১। চলতি জামাতের মহিলা সাথীগণের মধ্যে কেহ যেন ঐ জামাতের গায়ের মাহরমের সাথে কথা না বলে।

২২। রাত্রে পাহারাদারীর জন্য তিনজন পুরানো ও বয়স্ক পুরুষ সাথী মহিলাদের অবস্থানের নিকটবর্তী স্থানে থাকতে হবে। যেমন ঐ বাড়ির কোনও এমন এক অংশে বা এমন এক বৈঠকখানায় থাকবে যাহার পৃথক রাস্তা আছে বা ঐ বাড়ির নিকটবর্তী কোন এক বাড়িতে থাকবে যাতে হঠাৎ প্রয়োজনে মহিলারা পুরুষদেরকে

খবর দিতে পারে। ঐ তিনজন পুরুষের মধ্যে দুজন জামাতের সাথী ও এক জন বাড়িওয়ালা হবেন।

২৩। একাধিক বিবি ওয়ালা স্বামীগণ একজন বিবিকেই সফরে রাখতে পারেন।

২৪। দুধ খাওয়া শিশুদেরকে ছেড়ে জামাতে যাওয়া চলবে না। (এই ক্ষেত্রে মহিলাদের শারীরিক অসুবিধা হতে পারে) তবে যদি শিশুকে দুধ পানের অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় এবং মহিলারা দুই খাওয়া শিশুকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য শারীরিক অসুবিধা না হয় সেক্ষেত্রে জামাতে যাওয়া যেতে পারে।

২৫। জামাতে বের হয়ে বাড়িতে প্রবেশের সময় ও বাড়ি থেকে বের হয়ে সফরের সময় মহিলারা সমষ্টিগত ভাবে দোওয়া করবেন না।

২৬। তিন দিনের মহিলাসহ জামাতগুলি নিকটবর্তী এলাকাগুলিতেই পাঠানো উচিত, বিশেষ প্রয়োজনে দূরে পাঠালেও অসুবিধা নাই। ১০ দিনের মহিলাসহ জামাতে পুরুষ এবং মহিলা এমন হবেন যাহাদের বিবাহ কমপক্ষে ছয় মাস পূর্বে হয়েছে। ৩ দিনের এই শর্ত নহে অর্থাৎ বিবাহের পরই জামাতে যেতে পাবে। দশ দিন, পনের দিন, কুড়ি দিনের মহিলা সহ জামাতে ঐ সমস্ত মহিলা ও পুরুষ হবে যারা কমপক্ষে তিনবার তিনদিন দিয়েছে।

একেবারে নতুন মহিলাকে ১০,১৫, ২০ দিনের জামাতে বাহির করা যাবে না। বিবাহের পরে কমপক্ষে তিন দিন তিনবার লাগানোর পরে ১০, ১৫, ২০ দিনের জামাতে বাহির হবে যাহাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কাজ নিয়ে চলতে পারে।

মহিলা সহ জামাত রওয়ানা হবার পূর্বে পুরাতন অভিজ্ঞ জিম্মাদাররা ও পুরাতন মহিলারা জামাতটাকে ভাল করে দেখে নেবেন যে এই জামাত বেরুবার সমস্ত শর্ত অনুযায়ী উপযোগী হবে কি না।

২৭। মনে রাখতে হবে মাহরম পুরুষদের বাৎসরিক চিল্লা পৃথক এবং মহিলাসহ জামাতে ১০, ১৫, ২০ দিন যাওয়া পৃথক। এই সময়গুলো চিল্লার মধ্যে গণ্য হবে না।

দাওয়াতের মেজাজ তৈরীর জন্য মহিলাদের প্রত্যেককে তিন বছরের শেষের দিকে চিল্লা ও বৎসরে ১০ দিন ও প্রতি তিন মাসের শেষে ৩ দিনের জন্য বের হতে হবে।

২৮। বহিরাগত মহিলাসহ জামাতের নুসরতের জন্য আসা পুরাতন মহিলাদেরকে সমস্ত কাজ ঐ জামাতের মহিলাদেরকে দিয়ে সমস্ত আমল করাতে হবে। বিশেষত

BANGLAKITAB.com

ব্যক্তিগত ভাবে দাওয়াতের কাজও করাতে হবে। নুসরতের জন্য আনেওয়ালী পুরাতন মহিলাদের নম্রতা ও হুসনে আখলাক ও শিষ্টাচার ব্যবহার বজায় রাখতে হবে। তারা যেন বহিরাগত জামাতের উপর কড়াকড়ি ও একনায়কত্ব কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে কাজ না করেন।

ভারতের পুরাতনদের জোড়ে ২০০৩ সালের ২৩শে এপ্রিল মহিলা সহ জামাতে যে সমস্ত উসুলগুলি মাওলানা সায়াদ সাহেব বর্ণনা করেছিলেন তার বিবরণ ঃ

মহিলাদের কাজ বড়ই নাজুক, তবুও মানুষ বিভিন্ন দিক দিয়ে রাস্তা বার করতে চায়। ইসলামের যখন শক্তি হাসিল হল, জাকাতের একটা দড়িও আদায় করার জন্য হজরত আবু বকর (রাঃ) জেহাদ করার জন্য তৈরী হয়েছিলেন।

এখন মহিলাদের কাজের ব্যাপারে আর কোন রকম ছাড় নেই। এখান হতে অর্থাৎ দিল্লী মারকাজ হতে মাস্তুরাতের জামাতে বেরোবার এজাজত দেওয়া হবে কিন্তু কোনও জামাতের মধ্যে যদি শর্তগুলো পুরো করা না হয় তো সেই ব্যাপারে এখানে কেন জিজ্ঞাসা করা হয়?

হাদিস শরিফে আছে, যে কাজ সম্বন্ধে বলা হয় নাই, সেই কাজ সম্বন্ধে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করো?

মাস্তুরাতের একটা চিল্লার জামাত বাহির হওয়ার ব্যাপারে একজন এজাজত চাইল এবং বলল যে এই জামাতের মধ্যে মাস্তুরাতের কাজ ভাল করে করনেওয়ালী ও জামাতকেও সামলে নিতে পারে এমন একজন মহিলা আছেন কিন্তু তার সহিত একটি কুমারী মেয়ে আছে যাকে ছেড়ে সে জামাতে বাহির হতে পারবে না। এই কুমারী মেয়েটিকে মায়ের সহিত জামাতে যাওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে কি?

উত্তর ঃ যখন পুরোপুরি শর্ত পুরো হয় নাই তো ফের বেরোবার জন্য সুযোগ কি করে দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি মেয়েকে জামাতে বেরোনো ও সময় লাগানো জরুরী নয়। যদি কুমারী মেয়েকে ছেড়ে জামাতে যেতে পারে তো জামাতে যাওয়ার এজাজত আছে নচেৎ এজাজত নাই।

কুমারী মেয়ে শুধু মায়ের সহিত তিন দিনের জামাতে যেতে পারে।

যদি মহিলারা জামাতে বেরোবার সমস্ত শর্ত পুরা করতে না পারে তো তারা না বেরিয়ে বাড়ির ঐ সমস্ত দ্বীনি আমলের মধ্যে ফিকির করুক ও মেহনতে লেগে থাকুক যে সমস্ত আমল বাড়ির মধ্যে খুব চালু হওয়া দরকার।

পর্দার মধ্যে কোন ছাড় নেই। তার মধ্যে ছাড় দেওয়া হলে তো শরিয়তে দখল দেওয়া হল। আমেরিকার কর্মীদের মাঝে একটা খবর পৌঁছালো যে ফ্রান্সের মহিলারা জামাতে বেরোনোর জন্য প্রস্তুত কিন্তু তারা চেহারা খুলে বেরোতে চায়। এ সম্বন্ধে কি মত?

এ সম্বন্ধে রায় মাশওয়ার হল এবং একজন সাথী রায়ও দিল যে বেরোনোর জন্য এজাজত দেওয়া হোক। কিন্তু মাশওয়ারাতে ফয়সালা হল চেহারা খুলে জামাতে বেরোবার এজাজত নেই। পর্দা হতে পর্দা জিন্দা হবে। যখন ঐ সমস্ত মহিলারা এই খবর জানলো তো পুরোপুরি চেহারা ঢেকে পর্দার সহিত বেরোল।

মাস্তুরাতের কোন এজতেমা নাই। শুধু সাপ্তাহিক এজতেমায়ী তালিম। তবে নিশ্চয় পুরোনো কাম করনেওয়ালী মহিলাদের এক আধবার চিল্লা লাগানোওয়ালী মহিলাদেরকে জমা করে মাস্তুরাতের কাজ সম্পর্কে বেশি করে মুতাওয়াজ্জা করা যেতে পারে। তাদেরকে জামাতে বের করার জন্য জমা করার বিষয়ে কোন অনুয়ান (নিয়ম) নেই।

দ্বীন বদদ্বীনের রাস্তা দিয়ে আসবে না। যদি আমরা বদদ্বীনের রাস্তা দিয়ে দ্বীনকে আনার চেষ্টা করি তো দ্বীনের মেহনত মুত্তাহাম হয়ে যাবে অর্থাৎ দ্বীনের মেহনতে দুর্নাম লাগবে। হজরত আয়েষা (রাঃ) এর উপরে যে দুর্নাম লাগলো এই জন্য যে তিনি আয়েষা ছিলেন, হুজুর (সঃ) এর বিবি ছিলেন। অন্য কোন মহিলা হলে এই দুর্নাম লাগতো না।

একটি ১০ দিনের জামাতে একটি কুমারী মেয়ে মায়ের সঙ্গে এসেছিল এবং জামাতে যাবার এজাজত চাইল। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

৩ দিনের, ১০ দিনের জামাত নিজের প্রদেশের মধ্যে চালাও, দিল্লী আনবে না। তবে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী এলাকার ১০ দিনের জামাত যেমন হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল ও মেওয়াতের জামাতগুলি নিজামুদ্দীনে আসবে।

প্রদেশের জামাত চিল্লার কম দিল্লী আসবে না। তবে যদি নিজেরা চায় ২০ দিন দিল্লী ও ২০ দিন অন্য কোথাও লাগাবে তো প্রথমে জামাতের সমস্ত অবস্থাগুলি

BANGLAKITAB.com

খুলে লিখে দিল্লী মারকাজের রায় নিতে হবে। তারপর যেমন ফয়সালা হবে করবে।

৬ জন পুরুষ ৬ জন মেয়ে হতে হবে। এর কম ও বেশি হবে না। যখন কোন মহিলাদের জামাত চিল্লার জন্য বের হয়ে আপনাদের ওখানে যাবে। তখন নিজের মাস্তুরাতকে নিয়ে ৫ দিন, ৬দিন তাদের সহিত থাকবে। ঐ সময় জামাতের অবস্থানের জন্য এমন ঘর দেখবে যেখানে সমস্ত শর্তগুলি পুরা হওয়ার সঙ্গে সবারই কুলান হয়ে যায়। ১০ দিনের জামাতে কমপক্ষে ৩ বার ৩ দিন লাগিয়েছে এমন মহিলা থাকতে হবে। ১০ দিনের জামাতে একদম নতুন মহিলাকে যেন বার করা না হয়।

মহিলা তো পর্দার জিনিস। সেজন্য তাদের কাজও খুব নাজুক। যে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে হজরত মা হাজেরা সাতবার দৌড়েছিলেন সেখানে হজের সময় পুরুষদের তো দৌড়াবার হুকুম আছে, কিন্তু মহিলাদের দৌড়াবার এজাজত নেই। মহিলাদের সমস্ত কাজ শরিয়তকে জিন্দা করার জন্য। অতএব তাতে শরিয়তের খেলাফ কোন কাজই হবে না।

অবিবাহিত কুমারী মেয়ে মায়ের সহিত ১০দিনের জামাতে যাবে না। মহিলাদের জামাত বাহির করা এত বেশি জরুরী নয় যে সমস্ত শর্ত পুরো হোক আর নাই হোক তবু বেরোতে হবে। ৩ দিনের জামাতেও বাচ্চাদের মায়ের সহিত যাওয়ার এজাজত নাই।

এই ব্যাপারে একটা কথা এল। একজন মহিলা এইরকম যে তার জামাতে যাওয়া খুবই দরকার কিন্তু শর্তের কমী আছে, এর উপরে চিন্তা ভাবনা করা হোক, এজাজত দেওয়া হবে কি না?

ফয়সালা হল তাকে জামাতে বার করার কোন উপায় নাই। এজতেমায়ী কাজের মধ্যে এজাজতও এজতেমায়ী হতে হবে। একজন ব্যক্তিকে দেখে এজাজত হবে না।

১০ দিনের জামাতে মাহরম পুরুষ, বিবাহিত ও কমপক্ষে চিল্লা লাগানো ও দাড়িওয়ালা হতে হবে। বেশি বয়সের হলে আরও ভাল হয়।

হজরত মাওলানা সায়াদ সাহেব বলছেন যে আমার আশ্চর্য লাগে অনেক জায়গায় মসজিদওয়ার জামাতের সাথীরা বাড়ির ভিতর ঢুকে মহিলাদের সঙ্গে দ্বীনের কথা বলে এবং বাড়িওয়ালাও খুব খুশির সঙ্গে জামাতের সাথীদের দ্বারা

মহিলাদেরকে দ্বীনের কথা শোনায়।

মহিলাদের সাপ্তাহিক এজতেমায়ী তালীমে কখনও কখনও যে পুরুষের দ্বারা বায়ান করানো হবে তাও শহরের মারকাজের পরামর্শ অনুযায়ী হবে, মসজিদওয়ার জামাতের মাশওয়ারা-র দ্বারা নয়।

এজন্য বায়ান বেশি বয়স্ক পুরাতন ঐ সাথীর দ্বারা করানো হবে যে খুব সুচ বুঝের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। যদি বায়ানের সময় এমন কোন কথা বলা হচ্ছে যা এই মেহনতের বাইরের কথা তো তার দ্বারা ফেতনা হবে অতএব এ রকম কথা বায়ানে বলা হবে না।

যে ব্যক্তি মহিলাদের এজতেমাতে গিয়ে ভাল, সুন্দর বায়ান করতে পারে তখন মহিলাদের তরফ থেকে ঐ ব্যক্তির দ্বারা বায়ান করানোর মোতালেবা আসে। এইভাবে নানাদিক হতে মাস্তুরাতের কাজের উপরে আঘাত আসছে।

বাড়ির তালীমে তিনটি কাজ। ১) কোরআন পাকের হালকা করা, ২) ফাজায়েলের নেসাবের কিতাব পড়া ৩) ছয় নম্বরের মুজাকারা করা।

মাস্তুরাতের এজতেমায়ী বায়ানের মধ্যে কিসসা কাহিনী শোনানো হবে না। তকরীর করা ভালও নয়, মকসুদও নয়। যে ব্যক্তি ছয় নম্বর থেকে সরে গিয়ে মাস্তুরাতের আসল কাজের কথা বলা থেকে সরে গিয়ে কথা বলে তার দ্বারা কথা বলাবেন না।

মহিলাদের ১০, ১৫ দিনের জন্য বার হওয়া বৎসরে একবার হবে। সবচেয়ে ভাল হয় পুরুষরা মাস্তুরাত সহ ৩ দিন লাগাক এবং ঐ তিন দিন ছাড়া ঐ মাসেতেও মসজিদওয়ার জামাতের সঙ্গেও ৩ দিন লাগাবে। কিন্তু যদি চাকুরীজীবি লোক হয় ঐ মাসেতে আরও ছুটি ইত্যাদি না পায় তো তার মাস্তুরাতের সঙ্গে ৩ দিন বার হওয়াকে তার মাসিক তিন দিন লাগানো বলে গন্য করা হবে।

মহিলাদের জামাত শর্তের পাবন্দীর সঙ্গে তৈরী করতে হবে। শর্তের কর্মীর উপরে বিলকুল তৈরী হবে না। যে সমস্ত মহিলারা মাহরম পুরুষের সহিত কমপক্ষে একবার ১০ দিন লাগিয়েছে তারাই চিল্লার জামাতে বার হতে পারবে। মাহরম পুরুষের ৩ চিল্লা লাগানেওয়ালা হতে হবে। সবচেয়ে ভাল তার নিজের চিল্লা আলাদা লাগানো।

মাস্তুরাতের চিল্লার জামাত তৈরী করে এবং ঐ জামাতের সমস্ত অবস্থা লিখে নিজামুদ্দীন হতে এজাজত নিতে হবে এবং উত্তরের অপেক্ষায় থাকতে

BANGLAKITAB.com

হবে । তারপর এজাজত হলে জামাত পাঠাবে।

মহিলাসহ চিল্লার জামাত প্রথম নিজামুদ্দীনেই আসবে এবং বেশি খরচের জামাত পাঠাতে হবে। কারণ বহু দূর দূর প্রদেশ থেকে মহিলা জামাতের তাকাজা আসছে।

দিল্লীর মারকাজে এসে ৩ দিন অবস্থান করে হেদায়তের কথা শুনে তারপর বেরোবে। চিল্লা পুরা করে দিল্লী মারকাজে পুনরায় আসবে ও ৩ দিন অবস্থান করবে ও কারগুজারি শুনিয়ে নিজের দেশে ফিরবে। প্রতি ৩ বৎসরের শেষে মহিলাদের চিল্লায় বেরোতে হবে। নিজামুদ্দীনে আসাটাকে আপনারা নিজেদের কাজ বানান।

যে সমস্ত শর্তের পাবন্দী ১০ দিনের জামাতে আছে ঐ সমস্ত শর্তের পাবন্দী চিল্লার জামাতেও আছে। ৩ দিনের জামাত তৈরী হয়েছে তারমধ্যে এমন একজোড়া আছে যার বাহির হওয়াতে অনেক ফায়েদা আছে কিন্তু তিন মাস পুরো হয় নাই তো সে সম্বন্ধে কি করা হবে?

উত্তর ঃ কখনও কখনও তাকাজার উপরে বাহির হওয়ার এজাজত আছে ৩ মাস পুরা না হলেও। কিন্তু এর মতলব এই নয় যে কিছু বোনেরা এইরকম হয়ে যাবে যে এইভাবে কোরবাণীর উপর ঘুরতেই থাকবে।

মহিলারা জামাতে বেরিয়ে নতুন মহিলাদেরকে জামাতে বেরোনোর জন্য তশকিল করবে কি?

উত্তর ঃ মহিলাদের তশকিল করার দুটো দিক। একটা হচ্ছে নিজেরা নিজেরাই তশকিল করে তরতীব দিয়ে জামাত বের করে দেওয়া।

এর তো কোনরকমই এজাজত নাই। দ্বিতীয় দিক - মহিলারা তশকিল করুক কিন্তু ঐ জামাতকে তরতীব দিয়ে রওয়ানা করা ঐ এলাকার জিম্মাদারদের জিম্মায় থাকবে। কিন্তু এর মতলব এই নয় যে তাহলে কোন তরগীবও দেবে না ও তশকিলও করবে না। এটাও ঠিক নয়। মোটের উপরে এটাই বুঝে এল মহিলা সহ জামাত যে বেরোবে তারা ঐ এলাকার মহিলাদের জামাত বার করার সাহায্যকারিণী হবে।

মহিলা সহ জামাত সফরে বাহির হওয়ার হেদায়তি বায়ান ঃ

শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা মেহেরবানী করে একটু জমে বসুন। এখন আপনাদের সামনে সফর। তার আদব সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। খুব ধ্যান দিয়ে কথাগুলো শুনুন ও আমল করার চেষ্টা করুন।

শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা আল্লাহতায়ালার বহুত বড় মেহেরবানী ও এহসান ও করম আল্লাহপাকের ফজল এই যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের মতো গোনাহগার নালায়েক যাদের কোন হায়সিয়াতই নাই, কোন যোগ্যতাই নাই তবুও আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে দ্বীনের এত বড় মোবারক মেহনতের জন্য তাঁর রাস্তায় যে রাস্তাতে নবী (সঃ) মেহনত করেছেন ও সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গণ মেহনত করেছেন ঐ এত উঁচু রাস্তায় আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন। এজন্য আমরা সব সময় আল্লাহর দরবারে শুকর আদায় করি।

শ্রদ্ধেয় মা-বোনেরা, এই মোবারক কাজ এটা তো উম্মতের কাজ নয়। দাওয়াতের এই মেহনত আল্লাহ রব্বুল আলামীন নবীদের দ্বারা করিয়েছেন। এটা নবী (সঃ) দের কাজ। কিন্তু হুজুর আকরাম (সঃ) শেষ নবী হওয়ার তোফায়েলে আল্লাহতায়ালা এই উম্মতকে এই মোবারক কাজ দান করেছেন। এর জন্য আমরা সব সময় আল্লাহর নিকট এস্তেগফার করতে থাকবো, মাফি চাইতে থাকবো। এরই জন্য আমাদের মুরুব্বিরা বলনে "করতে রহো, ডরতে রহো, রোতে রহো" অর্থাৎ এই কাজ করতে থাকো আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং আল্লাহর নিকট কাঁদতে থাকো।

ইয়া আল্লাহ, আমার তো কোন যোগ্যতাই নাই। আমার তো সব সময় ভুল হচ্ছে। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন। আর আল্লাহর কাছে কাঁদি, ইয়া আল্লাহ, আপনি আমার বে-উসুলির জন্য, অলসতা ও গাফিলতির জন্য আমাকে এই কাজ থেকে বার করে দেবেন না। ইয়া আল্লাহ আপনি আমায় মাফ করে দেন ও মওত পর্যন্ত আমাকে এই কাজের সঙ্গে জুড়ে রাখুন। আল্লাহ-র কাছে এইভাবে দোওয়া করতে থাকি ও নিজের বড়দেরকে মেনে চলতে থাকি। এই রকম আমরা যখন করবো ও কেঁদে কেঁদে মাফ চাইতে থাকবো এবং মাফি

চাওয়ার গুণ যখন আমার মধ্যে পয়দা হয়ে যাবে তখন এই কাজ করার মধ্যে যে কমী হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজ কুদরতে ঐ কমীকে পুরা করে দেবেন।

এই জন্য শ্রদ্ধেয় মা-বোনেরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার সময় আমরা খুব কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। তারপরে আমরা এই বাড়িওয়ালা যে আমাদের জন্য তাঁরা নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছেন, আমাদের কত ইজ্জত করেছেন ও আমাদের কত মেহেরবানী করেছেন, আমাদের জন্য কত কষ্ট উঠিয়েছেন, তাঁরা এই সমস্ত তো আল্লাহর জন্যই করেছেন, আমরা এর হক আদায় করতে পারিনি, এজন্য আমরা তাঁদের কাছে খুব মাফি চাই এবং অনুরোধ করে বলি, আমাদের কারণে আপনাদের যে কষ্ট হয়েছে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে মাফ করে দেন। আর আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁদের জন্য দোওয়া করি, আল্লাহতায়ালা যেন উনাদের এই নুসরতকে কবুল করেন। আমীন।

আমাদের মুরুব্বিরা বলেন, "মুসলমান হয় মোহাজির হবে, না হয় আনসার।" অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের জন্য আল্লাহ-র রাস্তায় নিজ ঘর-বাড়ি, কাজ কামকে ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বার হয়ে যাবে এবং মোহাজিরিনদের গুণের উপরই সে থাকবে ও মোহাজিরিন হিসাবে মেহনত করতে থাকবে অথবা সে যখন বাড়িতে থাকবে আনসার হিসাবে চলতে থাকবে। মোহাজিরিন ও আনসারের প্রশংসায় হুজুর (সঃ) ফরমাইয়াছেন, "আনসার আমার ভিতরের কাপড় আর মোহাজির আমার বাইরের কাপড়"।

আনসার ও মোহাজিরিনদের জন্য হুজুর (সঃ) দোওয়া করেছেন, ইয়া, আল্লাহ, দুনিয়ার আরাম আয়েশ কোনও আরাম আয়েশই নয় আসল আরাম আয়েশ তো আখেরাতের আরাম আয়েশ। ইয়া আল্লাহ, আপনি মোহাজিরিন ও আনসারদের মাফ করে দেন।

এইজন্য আমার মা ও বোনেরা আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের এই হিজরতকে ও উনাদের এই নুসরতকে কবুল করেন। আর আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের উভয়কে হেদায়েত দান করেন। আর টুটা ফুটা যে হরকত হচ্ছে, আল্লাহতায়ালা এই হরকতকে কবুল করে পুরো আলমের জন্য হেদায়তের ফয়সালা করেন।

শ্রদ্ধেয় মা-বোনেরা সামনে আপনাদের সফর। আমাদের মুরুব্বী বলেন আমরা যখন একস্থান থেকে আর একস্থানে যাব প্রথমতঃ আমরা ঐ বাড়িতে

যেখানে আমরা থাকলাম প্রবেশ করার আগে এই বাড়িটা যে রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল আমরা সফরে বার হওয়ার সময় তার থেকেও যেন বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। টয়লেট ও বাথরুম আগের থেকেও যেন বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়।

এ কাজ আমরা নিজেরা নিজেরাই চেষ্টা করে করব এবং ঐ বাড়ির জিনিসপত্র গুলো পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখবো। আমাদের কারণে তাঁদের যেন বিন্দুমাত্র দুঃখ কষ্ট না হয় এবং তাঁদের দিলের মধ্যে যেন মহিলা জামাতকে রাখার আগ্রহ বাকি থাকে। পরবর্তী সময়ে যখন মাস্তুরাত সহ জামাত রাখার মাশওয়ারাহ হবে তখন মাস্তুরাত সহ জামাতকে বাড়িতে রাখার জন্য আগ্রহের সঙ্গে আনার জন্য তাঁরা সবচেয়ে প্রথম চাইবেন এবং বলবেন মাস্তুরাত সহ জামাত আমার বাড়িতে আসুক, মাস্তুরাত সহ জামাত আমার বাড়িতে আসুক। তখন বুঝা যাবে যে আমাদের মেহনত আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা, আমরা বাহির হবার সময় আমাদের তসবিহ, মেশওয়াক, জায়নামাজ, কোরআন শরীফ ও অন্যান্য কিতাব ও ছোটখাটো অন্যান্য জিনিস আমরা যেন ভুল করে এখানে ফেলে না যায়, আর ওনাদের কোন জিনিস যেন ভুলক্রমে আমাদের জিনিসের সহিত আমাদের ব্যাগেতে না এসে যায়। অল্প ছোট ছোট জিনিসের জন্য ওনারাও পেরেশান হবেন আর আল্লাহ না করুন আমরাও পেরেশান হতে পারি। রওনা হওয়ার সময় ওনাদের কাছে মাফ চেয়ে মোশাফাহ করে রওনা হব।

বাড়ির বাহিরে বার হওয়ার সময় "বিসমিল্লাহে তাওয়াক্কালতু আলাল্লহ" বা "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লহি আলিয়িল আজিম" বলবেন।

শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা পর্দার ব্যাপারে আমরা যেন খুব হুশিয়ার থাকি। বাংলদেশের মুরুব্বী হাজী আব্দুল মুকিত সাহেব (রহঃ) বলেছিলেন যে, "মাস্তুরাত সহ জামাত চলার জন্য তার একটাই উসুল, তা হল পর্দা"। অতএব পর্দার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র যেন ত্রুটি না হয়।

এক তো হল নিজ মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত শরীর নিজে ঢাকা রাখব এবং খুব হুশিয়ার থাকব যেন বাতাসের কারণে কাপড় উঠে না যায়।

দ্বিতীয় আমি আমার নজরের হেফাজত করব। পথ চলতে গেলে মানুষ তো সামনে আসবেই কিন্তু সাথে সাথে আমি নজরকে ফিরিয়ে রাখব। কোনও

পর পুরুষের উপর যেন আমার নজর না পড়ে।

এক তো আমি নিজে পর্দায় থাকব আর কোনও পর পুরুষের দিকে নজর দেব না, আর আমি নিজ কণ্ঠস্বরেরও পর্দা করব। কারণ মা-বোনেদের আওয়াজেরও পর্দা আছে। যেন উহাদের আওয়াজ, পর পুরুষরা শুনতে না পায়।

হাদীসের সারমর্মে আছে, "মেয়েলোকেরা যখন পর্দার মধ্যে থাকবে তখন তার কারণে তাদের যে কষ্ট হবে তো তার বদলাতে আখেরাতে জান্নাতে পরে সমস্ত জান্নাতীরা জান্নাতের ময়দানে আল্লাহপাকের দিদার করবে অর্থাৎ আল্লাহ পাককে নিজ নজরে দেখবে তখন ঐ সমস্ত পর্দানশীন মেয়েরা যারা দুনিয়াতে পর্দার মধ্যে থাকত আল্লাহ পাক স্বয়ং ঐ সমস্ত মেয়েদের সহিত দেখা করতে যাবেন অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার দিদার, সাক্ষাত তারা নিজের স্থানেই পেয়ে যাবেন। এটা কত বড় ইজ্জতের কথা মেয়েদের জন্য।

হাদীসের সারমর্মে আছে, " বে-পর্দা মেয়েলোক জান্নাতের খুশবুও পাবে না।" সে জন্য মা ও বোনেরা পর্দার ব্যাপারে আমরা খুবই হুশিয়ার থাকি।

আমরা যে স্থানে যাচ্ছি ঐখানে যাবার সাথে সাথে আপনারা যে আমলটা শুরু করবেন ঐটাই ঐখানে ছড়াবে। আমরা বাহির হওয়ার আগে জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে যায়।

ঐখানে যাবার পরেই আপনারা তালীম শুরু করে দেবেন। যদি খোদা না খাস্তা কেউ অসুস্থ হয়ে যায় সেটা ভিন্ন কথা এবং কষ্ট হলেও যাওয়ার পরেই ইনশাআল্লাহ আমল শুরু করে দেবেন। প্রয়োজন বোধে কিছু সময় আমল করার পরে যদি আপনারা ক্লান্ত হয়ে যান তাহলে কিছু সময় আপনারা বিশ্রাম করে নেবেন। কিন্তু প্রথমে আপনারা ওখানে গিয়ে আমল শুরু করার চেষ্টা করবেন। মুরুব্বীরা বলেছেন ঐখানে গিয়ে আমলের পরিবেশ শুরু করা। জামাত যাওয়ার পরে যে কাজটাই ওখানে শুরু হবে ইনশাআল্লাহ ঐটাই ওখানে জিন্দা হবে। আপনারা যাবার পূর্বে যে সমস্ত মহিলারা ওখানে হাজির থাকবেন তাদের উপর তার প্রভাব পড়বে। সম্ভব হলে যদি ওজু থাকে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে নেবেন ও আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জা হয়ে প্রত্যেকেই আল্লাহ-র কাছে দোওয়া করবেন। তারপরে আপনারা আমলে বসে যাবেন ও আমল শুরু করে দেবেন।

আর একটা কথা আপনারা ঐ বাড়িতে ঢোকার পরই প্রথমে আপনারা সকলে মিলে একটা কামরায় ঢুকে ভিতরে বসবেন তখন পুরুষ সাথীরা ঐ বাড়ির

পর্দার মধ্যে যদি কোন ত্রুটি বা কমী থাকে সেটাকে তারা সংশোধন করবেন এবং তারা ঘুরে ঘুরে ঐ বাড়ির সমস্ত ব্যবস্থাপনা ভাল করে দেখে নেবেন।

তখনও আপনাদের চেহারাতে নেকাব থাকবে, নেকাব ওঠাবেন না। পরে যখন পুরুষ সাথীরা পর্দার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে ও আপনাদেরকে জানাবে তখন বাড়িওয়ালা জামাতের মা বোনেদের জন্য যে কামরাটিতে থাকা ঠিক করেছেন আপনারা সকলে মিলে নিজ নিজ সামান সহ পৌঁছাবেন, তারপরে আপনারা নেকাব ওঠাবেন।

আর এই কথাটা সবসময় মনে রাখবেন যে কোনও বাড়িতে ঢোকার পরই নেকাব ওঠাবেন না। যেহেতু বাড়ির ভিতরে ঢুকেছেন তাই নেকাব উঠিয়ে ফেলবেন এটা মোটেই ঠিক নয়। আল্লাহ না করুক ভুলক্রমে বা না জানার কারণে কোন পুরুষ বা কোন ছেলে হয়ত বাড়ির ভিতর থেকে যেতে পারে। এজন্য আপনারা নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত নেকাব ওঠাবেন না। তারপরেও আল্লাহ না করুক ঐ বাড়ির পর্দার ব্যাপারে যদি কোন স্থানে কোনও কমী থাকে, কোন ত্রুটি থাকে তখন আপনারা লিখিতভাবে হোক বা নিজ মাহরমকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে হোক জানাবেন। তখন পুরুষ সাথীরা ঘরওয়ালাকে বলে ঐটাকে সংশোধনের চেষ্টা করবেন।

শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা বাংলাদেশের মুরুব্বী হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব (রহঃ) একবার মাস্তুরাত সহ এক জামাতকে নিজের বাসাতে ডেকেছিলেন এবং বলেছিলেন তোমাদের মা-বোনেরা যারা জামাতে এসেছে তাদের আপোষের মধ্যে জোড়, মিল, মহব্বত ও তাদের আমল, আখলাক ও তাদের তাহাজ্জুদ, দোওয়া, কান্নাকাটির প্রভাব ঐ এলাকার আনেওয়ালী মহিলাদের উপর পড়বে এবং তারা বহুত প্রভাবান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরবেন।

বাংলাদেশের জিম্মাদার ডাঃ মুসাদ্দিক বলেছিলেন, আমি একবার ছাত্রজীবনে আমার আম্মাকে হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব (রহঃ) এর বাসায় নিয়ে গেলাম মাস্তুরাতের সাপ্তাহিক তালীমে শরীক করার জন্য। তালীম শেষ হওয়ার পর রিক্সা করে যখন আমার আম্মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম তো আমি আম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আম্মা আপনার কেমন লাগল?" তবলীগের মেয়েদের তালীমে উনি জীবনে এই প্রথম এসেছিলেন, উনি বললেন, 'বাপ আমার মনে হল যেন আমি একটা আউলিয়ার বাড়ি থেকে বার হয়ে এসেছি।

এখন বলুন আমার মা-বোনেরা কোন্ জিনিসটা তাঁর মধ্যে প্রভাব ফেলল, তাঁর জীবনের এই প্রথম তালীম, আর কথাটা আম্মাজী কি বললেন? উনি বললেন, আমি যেন একটা আউলিয়ার বাড়ি থেকে বার হয়ে আসছি। নিশ্চয়ই উনি ওখানে এমন একটা পরিবেশ পেয়েছেন, যে পরিবেশের মধ্যে এক দেড় ঘন্টার আমলে তাঁর দিলের মধ্যে তার প্রভাব পড়েছে।

এজন্য মা ও বোনেরা যখন আপনারা জামাতে চলাকালীন আপোষে জুড়ে মিলে মহব্বতের সঙ্গে থাকবেন এবং যারা আসবে তাদেরকে সালাম করবেন, মোসাফাহ করবেন, মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলবেন, তখন এর প্রভাব ঐ সমস্ত মহিলারা নিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের মুরুব্বী মাওলানা জোবায়ের সাহেব বলেছিলেন ঢাকা শহরে একটা মহিলা সহ জামাত ঢাকার পাশে পাড়াগ্রাম "খোলা" তে গিয়েছিল, তখন ঐখানে যে সমস্ত মহিলারা পূর্ব থেকে জড়ো হয়েছিলেন তাদেরকে শহরের এই জামাতের মহিলারা সালাম, মোসাফাহ করেছিলেন এবং তাদের ফিরে যাবার সময়ও ঢাকা শহরের জামাতের মহিলারা আগে বেড়ে মোসাফাহ করেছিলেন ও তাহাদের জুতো, স্যাণ্ডেল আগে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তো তার প্রভাব ঐ পুরো এলাকার উপর পড়েছিল এবং ঐ পাড়া গাঁয়ের মহিলারা একথা বলতে শুরু করেছিল যে ঢাকা শহরের এত শিক্ষিতা মহিলা হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তারা পাড়াগাঁয়ের মহিলাদের এত সম্মান করলেন এবং আমাদেরকে এমন সুন্দরভাবে এস্তেকবাল করলেন যা আমরা জীবনে দেখিনি। ঐখানে ঐ ব্যবহারের কারণে তবলীগের মেহনত খুব ছড়িয়ে গেল।

এজন্য মা ও বোনেরা কিতাবে আছে, "তলোয়ারের দ্বারা ইসলাম দুনিয়াতে ছড়ায় নাই, উদারতার দ্বারা ও মুসলমানের আখলাক ব্যবহারের দ্বারা ইসলাম দুনিয়াতে ছড়িয়েছে।" কাফের ও মুশরিকরা ভুল ইতিহাস লিখেছে যে মুসলমানরা যুদ্ধ করে ও কোতল করে ইসলামকে কায়েম করেছে।

অথচ হুজুর (সঃ) এর হায়াতে জিন্দেগীতে মাত্র এক হাজার আঠারো জন মানুষ যুদ্ধেতে নিহত হয়েছে, তাও আবার কাফের ও মুসলমান মিলে। কারণ তাদের মকসদ লড়াই ছিল না, তাদের মকসদ ছিল মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া। তাঁরা দাওয়াত দিয়েছেন আর দোওয়া করেছেন আর যখন আক্রান্ত হয়েছেন, নিজেদের বাঁচানোর জন্য বাধা দিয়েছেন।

ইসলাম দুনিয়াতে ছড়িয়েছে হুজুর (সঃ) এর আখলাকের দ্বারা। যেমন একটা বুড়ির ঘটনা।

হুজুর (সঃ) যখন মক্কা নগরে মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন ঐ বুড়ি ইসলাম তো কবুল করলেন না বরং ঐ বুড়ি মক্কা শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁর কাছে ভারী সামান ছিল। হুজুর (সঃ) ঐ ভারী সামান নিজে মাথায় উঠিয়ে বুড়ির গন্তব্যস্থলে নিজেই পৌঁছে দিলেন। তখন বুড়ি বলল বাপ, তুমি কত ভাল ছেলে, কত ভাল তুমি, তুমি আমার সামান বয়ে দিলে, এর বদলে তোমাকে একটা ভাল উপদেশ দিচ্ছি। শোন বাপ, তুমি মুহাম্মাদের দ্বীন কবুল করো না। তখন নবীয়ে করীম (সঃ) হাসতে হাসতে বললেন, মা আমিই তো সেই মুহাম্মাদ, যে মুহাম্মাদের ভয়ে তুমি পালিয়ে এলে। বুড়ি আশ্চর্য হয়ে বলল, বাপ, তুমিই সেই মুহাম্মাদ? তো তুমি কখনও মিথ্যা কথা বলতে পার না, তোমার কথা নিশ্চয় সত্য। আমি তোমার দ্বীনকে কবুল করলাম। একথা বলার সাথে সাথে বুড়ি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

এই রকম আরও বহু ঘটনা হুজুর (সঃ) এর জীবনে ও সাহাবাদের জীবনে ঘটেছে যে আখলাকের দ্বারা দ্বীন ছড়িয়েছে।

সেইজন্য শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা হাদীসের সারমর্মে আছে ও আখলাকের বয়ানে শুনেছিলাম, কেউ যদি ঝগড়া হবে এই ভয়ে তার নিজের হক্‌কে ছেড়ে দেয় তো আল্লাহ-র নবী (সঃ) বলেছেন যে, আমি তাকে জান্নাতের প্রথম দরজাতে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলাম।

আর যে ব্যক্তি ঠাট্টা করেও মিথ্যা কথা বলবে না, আমি তাকে জান্নাতের মাঝখানে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলাম।

আর যে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম আখলাকওয়ালা হবে তাকে আমি জান্নাতের সবচেয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলাম।

এইজন্য মা ও বোনেরা হাদীসের সারমর্মে আছে, কাল হাসরের ময়দানে সবচেয়ে বেশি নেকীর পাল্লা ভারী হবে ও ওজনদার হবে আখলাক ও উত্তম ব্যবহার ওয়ালাদের।

আরও হাদীসের সারমর্মে এসেছে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ঐ যার দ্বারা মানুষ উপকার পায়। মানুষের দিলে কষ্ট দেওয়ার গোনাহ কাবা ঘরকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেয়েও বড় গোনাহ।

এইজন্য মা ও বোনোর জামাতে থাকাকালীন আপনাদের কথায় ও আপনাদের আচরণে কেহ যেন কষ্ট না পায়।

পাকিস্তানের করাচীর আমীর সাহেব বলেছিলেন, " তবলীগ মে কিঁউ নেহী"। তবলীগে কেন নেই অর্থাৎ তবলীগের মধ্যে এই কথাটা বলা চলবে না যে, আপনি কেন তালীমে বসলেন না, আপনি কেন তিন দিনের জামাতে গেলেন না, আপনি এটা কেন করলেন? একথা তবলীগের মধ্যে নাই। বরং তাকে সাবাশ-ই দেওয়া, মারহাবা মারহাবা বলা, মা-শা আল্লাহ বলা, বাহবা আপনি তো অনেক কোরবানী করেছেন।

প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা না একটা গুণ আছেই। এমন কোন মানুষ নাই যার মধ্যে একটাও গুণ নাই, আর এমন কোন মানুষ নাই যার মধ্যে একটাও দোষ নাই। " দোষে গুণে মানুষ সৃষ্টি, মেঘ তুফানে বৃষ্টি" মানুষের মধ্যে দোষও আছে আর গুণও আছে।

আমাদের মুরুব্বীরা বলেন, যে ব্যক্তি জামাতে চলাকালীন মানুষের গুণকে তালাশ করবে, সে যখন চিল্লা, তিন চিল্লা শেষ করে বাড়ি ফিরবে তখন আল্লাহপাক ঐ সমস্ত গুণকে ঐ ব্যক্তির মধ্যে পয়দা করে দেবে, আর সে আল্লাহ-র ওলি হয়ে বাড়ি ফিরবে।

আর যে ব্যক্তি জামাতে গিয়ে মানুষের দোষগুলোকে তালাশ করবে তখন ঐ দোষওয়ালাদের সমস্ত দোষ গুলো ঐ ব্যক্তির মধ্যে এসে যাবে, আর সে সমস্ত দোষে দোষী হয়ে বাড়ি ফিরবে।

এই জন্য মা ও বোনেরা আপনারা আল্লাহ-র কাছে খুব দোওয়া করবেন ও কান্নাকাটি করবেন এবং আপনারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন যে আপনারা সব সময় মানুষের গুণগুলোকে তালাশ করবেন।

বাংলাদেশের মুরুব্বী মাওলানা আশরাফ আলী (রহঃ) বলতেন যে একটা প্লেটের মধ্যে অনেক খাবার আছে, মাছির স্বাভাব কি? মাছির স্বভাব যেটা ময়লা সেটাতেই গিয়ে বসবে। আর মৌমাছি মধু আহরণ করে আর মধু তালাশ করে, আর মাছি ময়লা তালাশ করে।

তো আমরা মাছি হব না, মৌমাছি হব। আমরা মানুষের গুণগুলোকে তালাশ করব, আমরা কারও দোষগুলোকে তালাশ করবো না।

এইজন্য মা ও বোনেরা আপনারা সব সময় খেয়াল করবেন যে আপনারা

আল্লাহ-র রাস্তায় বের হয়েছেন ভাল বানার জন্য, তবে আমরা এখনও কেউ ভাল বানতে পারি নি।

হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব (রহঃ) বলতেন, "তোমরা কখনও আত্মতুষ্টিতে ভুগবে না, যে আমি তো বহুত করেছি, যে আমি তো বহুত শিখেছি এবং আমার মধ্যে তো বহুত কিছু এসে গেছে।"

উনি বলতেন এটা যার মধ্যে আসবে অর্থাৎ যে আত্মতুষ্ট হয়ে যাবে সে মাহরুম হয়ে যাবে অর্থাৎ বঞ্চিত হয়ে যাবে, আল্লাহ তাকে বঞ্চিত করে দেবেন। আর যার মধ্যে তলব থাকবে, শেখার আগ্রহ, জানার আগ্রহ থাকবে তার সবসময় উন্নতি হতে থাকবে।

এইজন্য শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা আমরা সব সময় খেয়াল করি ও হুজুর (সঃ) এর আখলাককে সামনে রাখি ও হুজুরের জিন্দেগীকে সামনে রাখি, সাহাবাদের জীবনকে সামনে রাখি। আমরা কত বিগড়ানো লোক, আমাদের সত্যিকারের ভিতরের চিত্রটা যদি মানুষের সামনে ধরা পড়ে তাহলে মানুষ ঝাড়ু দিয়ে পেটায় করে আমাদের বার করে দেবে। আল্লাহপাক কুদরতওয়ালা, আল্লাহ সাত্তার, আল্লাহ দোষ গোপনকারী, আল্লাহ আমাদের দোষকে গোপন করে রেখেছেন বলেই মানুষ আমাদের মেহমানদারী করছে, মানুষ আমাদের ঘরে জায়গা দিয়েছে, এবং আমাদেরকে মসজিদে জায়গা দিয়েছে এবং আমাদের দোষগুলো আল্লাহ যদি প্রকাশ করে দেন, তাহলে মানুষ আমাদেরকে ঝাঁটা মেরে পেটায় করে বার করে দেবে।

আল্লাহ সাত্তার, আল্লাহপাক আমাদের দোষগুলোকে গোপন করে রেখেছেন। আল্লাহর কাছে দোওয়া করি, " ইয়া আল্লাহ, দুনিয়াতে যেমন আমাদের দোষকে গোপন করে রেখেছেন তেমনি কাল হাসরের ময়দানে আমাদের দোষগুলো গোপন করে দেবেন, আর দোষ গোপন করে আমাদের জন্য জান্নাতের ফাসালা করে দেবেন।"

এইজন্য মা ও বোনেরা আমরা কেউ কারও দোষ ধরব না, কেউ কারও মনে কষ্ট দেব না, আমরা কেউ কারও দোষ নিয়ে আলোচনা করব না। একে বলে 'গীবত' আর গীবত করা হারাম। আপোষে মিল মহব্বতের সঙ্গে জুড়ে মিলে একটি মায়ের ভাই বোনের মতো আমাদের এই সময়টা কাটিয়ে দিই।

আমাদের মুরুব্বীরা বলেন যে জামাত খুব জামাত বার করে, খুব দাওয়াত

দেয়, খুব বায়ান করে ও তশকিল করে এবং তাদের মেহনতে চিল্লা, তিন চিল্লার জামাত বের হয়ে যায় শুধু এর জন্য ঐ জামাত কামিয়াব নয়। কামিয়াব ঐ জামাত যারা আপোষে জুড়ে মিলে থাকে, আপোষে মহব্বতের সঙ্গে থাকে। একে অপরকে দিল দিয়ে ভালবাসে, আপোষে ঝগড়া ফ্যাসাদ করে না, এরাই হইল কামিয়াব।

এই জন্য মা ও বোনেরা আল্লাহর নিকট আমরা দোওয়া করি জানিনা আমরা, আল্লাহপাকতো আমাদেরকে বার করে নিয়ে এসেছেন, হতে পারে এটাই হয়ত আমাদের জীবনের শেষ বার হওয়া, আর হয়তো আগামীতে বার হতে পারব কি না। এর কি নিশ্চয়তা আছে? এখন আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমাদের এই বার হওয়া আল্লাহর কাছে যেন কবুল হয় ও আল্লাহর কাছে যেন পছন্দনীয় হয় যাতে করে এটা আমাদের জন্য পরকালের মুক্তির অছিলা হয়ে যাবে।

আমাদের পিছনে শয়তান আছে, নফস আছে। আমাদের দুই দোস্ত আর দুই দুশমন। দোস্ত আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল। দুশমন শয়তান আর নফস। শয়তান কসম খেয়েছে যে আদম (আঃ) এর সন্তানদিগকে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে দেব না, যেন সবকটাই জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছায়। শয়তান কসম খেয়েছে যে সে তার মৃত্যু পর্যন্ত চেষ্টা করবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শয়তান চেষ্টা করবে মানুষ যেন ঈমান হারিয়ে দুনিয়া থেকে চলে যায়।

এইজন্য মা ও বোনেরা বড় কমবখত ও বড় শক্ত ও খতরনক দুশমন। এইজন্যই এই শয়তান থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইব। কারণ শয়তান সেও আল্লাহ-র সৃষ্টি, মখলুক। আল্লাহ তাকে যদি আমাদের কন্ট্রোলে করে দেয় ও দমন করে দেয় তবেই আমরা শয়তানের খারাবি থেকে বাঁচতে পারব। এইজন্য সবসময় আমরা শয়তান ও নফসের ধোঁকা থেকে আমরা আল্লাহ-র কাছে মুক্তি চাইব।

মুরুব্বীরা বলেন, সাপে কাটা ও বাঘে খাওয়া মানুষ জাহান্নামে যাবে না কিন্তু মানুষের নফস যদি মানুষকে কাটে অর্থাৎ মানুষকে ধোঁকা দেয় সে মানুষ জাহান্নামে চলে যাবে। এজন্য মা ও বোনেরা আমরা আল্লাহর কাছে খুব দোওয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে শয়তান ও নফসের ধোঁকা থেকে হেফাজত করেন।

আমাদের মুরুব্বীরা বলেন যে শয়তান ও নফসের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য দুটো রাস্তা আছে। মুরুব্বীরা বলেন যে নফসের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য

রাস্তা হল নিজ আমীরের এতায়াত করা অর্থাৎ তার নির্দেশ মোতাবেক চলা।

আর শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার রাস্তা হল হুজুর (সঃ) এর সুন্নত মুতাবেক জীবন যাপন করা।

এই জন্য মা ও বোনেরা আমরা যেন মাশওয়ারাহ অনুযায়ী চলি। আপনাদের জন্য মাশওয়ারাহ করে যে কাগজটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওটাই আপনাদের আমীর, ঐ টাই আপনাদের মাশওয়ারাহ। তার মধ্যে যে ভাবে লেখা হয়েছে ঐভাবেই আমল করবেন। তার মধ্যে যেন আমরা নিজেদের বুদ্ধি ঢুকানোর চেষ্টা না করি। যদি বুঝে না আসে তাহলে নিজ মাহরম পুরুষের দ্বারা জেনে নিই। এজন্য এই কাগজটাই আপনাদের আমীর। ইনশাআল্লাহ এর মধ্যে খায়ের ও বরকত হবে ও আল্লাহপাকের রেজামন্দী পাওয়া যাবে। আর আমরা সুন্নত তরীকা মুতাবেক জীবনযাপন করার চেষ্টা করব সর্ব ব্যাপারেই ইনশাআল্লাহ।

আমরা আল্লাহর নিকট দোওয়া করি এবং কান্নাকাটি করি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে কবুল করেন এবং আমাদেরকে মাফ করে দেন এবং এলাকার জন্য এবং পুরো উম্মতের জন্য আমরা দোওয়া করি। আল্লাহর রাস্তায় দোওয়া খুব কবুল হয় বণী ইস্রাইলের নবীদের মতো।

এই সফরে আমরা নিজের জন্য, নিজ ছেলেমেয়ের জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য এবং সকল উম্মতের জন্য হেদায়েতের দোওয়া করব। সমস্ত জীন ইনসানের হেদায়তের জন্য দোওয়া করব এবং মুসলমানদের জন্য রহমত ও বরকতের দোওয়া করব এবং সমস্ত মুসলমানকে আল্লাহ যেন এই মোবারক কাজের উপর দাঁড় করে দেন। এজন্য মা ও বোনেরা আমরা খুব দোওয়ায় লেগে থাকি। এখন তো আমরা সফরে আছি ২৪ ঘন্টায় আমাদের দোওয়া কবুল হবে। সফরে মুসাফির অবস্থায় দোওয়া খুব কবুল হয়। এজন্য আসুন আমরা খুব দোওয়া করি, কাঁদি এবং আল্লাহর কাছে মাফ চাই।

জামাতের মহিলাদের অবস্থানের জন্য বাড়ি বাছাই করার শর্তগুলি কি হবে ঃ

১। মহিলাদের অবস্থান করার জন্য ঐ বাড়িতে পর্দার সর্বদিক দিয়ে সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

২। ঐ বাড়িতে যেখানে মহিলারা অবস্থান করবে ১০ বৎসর বা তার উর্দ্ধে

কোন পুরুষ থাকতে পারবে না। ঐ সময়ে ঐ বাড়ির পুরুষের খাওয়া দাওয়ার জন্য বা অন্য কোন কাজে বাড়িতে আসা যাওয়া নিষেধ।

৩। বাড়িওয়ালীর জামাতের কাজের সহিত সম্পর্ক থাকা চাই।

৪। বাড়িওয়ালা ৩ চিল্লার সাথী হতে হবে।

৫। ঐ বাড়িতে জায়গা যথেষ্ট হওয়া চাই যাহাতে জমা হওয়া মহিলারা সহজেই বসতে পারে।

৬। ঐ বাড়িতে শরিয়তের খেলাপ কোন আসবাব যেন না থাকে। যেমন টেলিভিশন ইত্যাদি। এ বিষয়ে খাস করে মাওলানা সায়াদ সাহেব খান্দা জিল্লু আলী খুবই কঠোরতার সঙ্গে টেলিভিশনওয়ালা ঘরে মহিলা জামাত রাখতে নিষেধ করেছেন।

৭। বাড়ির ভিতরে টয়লেট বাথরুম ও পানির সুব্যবস্থা ইত্যাদি ভালরূপে থাকতে হবে।

৮। পুরুষ সাথীদের নিজ মহিলাদের সহিত মোলাকাতের জন্য ঐ বাড়ির সহিত যুক্ত এমন একটা কামরা হতে হবে যেখানে পুরুষেরা পর্দার সহিত নিজ মহিলার সহিত মোলাকাত করতে পারে। এইজন্য ঐ বাড়ির দুটো দরজা হতে হবে। একটা দরজা দিয়ে বায়ানের সময় ও মোলাকাতের জন্য পুরুষ সাথীরা ঐ নির্দ্দিষ্ট মোলাকাতের কামরায় আসবে, আর একটা দরওয়াজা ঐ বাড়ির এমন হতে হবে যাতে পাড়ার মহিলা মা বোনেরা সেই দরজা দিয়ে সব সময় আসা যাওয়া করতে পারে। আর মোলাকাতের কামরা দুটো দরজা হতে হবে। একটা বাড়ির ভিতর দিক থেকে হতে হবে যে দিক হতে মহিলা মোলাকাতের সময় ভিতর থেকে আসিবে। আর বাড়ির বাইরের দিকে একটা দরজা হতে হবে যে দরজা দিয়ে ঐ মহিলার মাহরম পুরুষ বাইরে থেকে কামরার ভিতরে আসবে।

৯। কোনও খালি ঘর ও মাদ্রাসা ঘর ও কোনও হল ঘরে ইত্যাদি জায়গায় মহিলা জামাত অবস্থান করিবে না।

১০। জামাত রাখার পূর্বে মহিলা সহ জামাত - এর কোন পুরুষ সাথী ও স্থানীয় জিম্মাদার সাথী ঐ বাড়ির অবস্থা ভালভাবে দেখে নেবে যে সর্বদিক দিয়ে ঐ বাড়িতে মহিলা জামাত থাকার শর্তগুলি ঠিকমত পুরা হবে কি না।

১১। মহিলা সহ জামাতের অবস্থানের জন্য ঐ বাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে যারা জামাতের উল্টো সিধে কাজগুলো খুশির সহিত বরদাস্ত করে নিতে পারে।

১২। জামাত থাকাকালীন ঐ বাড়িতে রান্নার কাজ করার জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে মহিলা জামাতের খিদমতের জন্য নির্দ্দিষ্ট সাথীরা খানা পাকাবে। বাকি মহিলারা একাগ্রতার সহিত জামাতের বিভিন্ন আমলে শরিক হতে পারেন।

বর্তমানে দিল্লীর মুরুব্বীরা বাড়িতে মহিলা জামাতের সাথীর দ্বারা খানা পাকাবার জন্য খুব জোর তাকিদ দিতেছেন। বিশেষ কোন কারণে অসুবিধা হলে পুরুষ সাথীরা মসজিদেও খানা পাকাতে পারে।

ঐ বাড়িওয়ালাদের খাবারের ব্যবস্থা জামাতের সাথেই হবে। তাদেরকেও জামাতের সাথেই খেতে হবে। তাদেরকেও জামাতের সাথী হিসাবে গন্য করে সকলেই মিলে টাকা পয়সা জমা নিয়ে খাবার ব্যবস্থা হবে।

১৩। জামাত চলে যাবার পরে জেলা মারকাজের বিনা পরামর্শে মা-বোনেদের এজতেমায়ী তালীম বাড়িতে চালু করা যাবে না।

মহিলা সহ জামাত বাহির হওয়ার পর সকাল হতে রাত পর্যন্ত প্রোগ্রাম গুলি নিম্নরূপ করতে হবে ঃ

১। বাদ ফজর যদি মহিলারা নূতন হন তাহলে দুজন দুজন অথবা তিনজন তিনজন করে ছয় নম্বর শিখবে, আর যদি সকলের ছয় নম্বর জানা থাকে তো সকলে মিলে মুজাকারা করবে।

২। সকাল ৯টা ১০টার সময় তালীমের হালকা লাগবে ও ছয় নম্বর মোজাকারা হবে তবে ঐ তালীমে স্থানীয় মহিলাদের জমা হওয়ার পূর্বে জামাতের মহিলারা নিজেরা কোরআন পাক শুদ্ধ করে পড়ার জন্য ক্বেরাতের মশক করে নেওয়া ভাল।

৩। বাদ যোহর স্থানীয় মহিলাদের জন্য তালীমের কিতাব পড়া হবে এবং জামাতের পুরুষদের তরফ থেকে বয়ান হবে। পুরুষের বায়ানের পরে ১০-১৫ মিনিট জামাতের মহিলাদিগকে তশকিল করার সুযোগ দিতে হবে যাতে ঐ সময়ে জামাতের মহিলারা এলে অংশগ্রহণকারিনী স্থানীয় মহিলাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দিতে পারে। এই জন্যই আসরের আজানের ১০-১৫ মিনিট আগে বায়ান শেষ করা উত্তম।

বায়ান ঐ সাথীর দ্বারা করানো হবে যে মহিলাসহ জামাতে সময় লাগিয়েছে

এবং বেশি বয়স্ক পুরাতন সাথী হতে হবে যে খুব সুচ বুঝের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

যদি বায়ানের সময় এমন কথা বলা হচ্ছে যা মেহনতের বাইরের কথা তো তার দ্বারা ফেতনা হবে, অতএব এই রকম কথা বলবে না।

আর যে ব্যক্তি মহিলাদের এজতেমাতে গিয়ে ভাল সুন্দরবায়ান করতে পারে মহিলাদের তরফ হতে ঐ ব্যক্তির দ্বারা বায়ান করানোর মোতালেবা আসে।

বায়ানে কিস্যা কাহিনী শোনানো হবে না। তকরির করা ভালও নয়, মকসদও নয়। যে ব্যক্তি ছয় নম্বর থেকে সরে গিয়ে এবং মাস্তুরাতের আসল কাজের কথা বলা হতে সরে গিয়ে কথা বলিবে উহার দ্বারা বায়ান করাইবে না।

৪। বাদ আসর যদি স্থানীয় মহিলারা থাকেন তাহলে জামাতের মহিলারা ঈমান ও আখেরাতের কথা বলে তাদের জেহেন বানাবেন।

তারপর নিজ নিজ তসবিহ, তেলাওয়াত, জিকির গুরুত্ব সহকারে ধ্যান দিয়ে আদায় করবে।

৫। সময়ে সময়ে জামাতের মহিলাদের সহিত বিভিন্ন আমল সম্পর্কে পুরুষের তরফ হতে মোজাকেরা হবে। যেমন দাওয়াত দেওয়ার আদব, তালীম করার আদব, আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার ফজিলত ও আদব ও দাওয়াত দেওয়ার ফজিলত, সারা দুনিয়ার সমস্ত উম্মতের হেদায়তের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করা ও ঐ ফিকিরকে আরও বাড়ানো। জামাতের মহিলারা পরস্পর মিল মহব্বতের সহিত ও সহ্য সবরের সঙ্গে চলবার মোজাকেরা এবং নিজ নিজ ইনফেরাদি দোওয়া ও কোরান তেলাওয়াত ও জিকির ও ইবাদতের জন্য উৎসাহ দেওয়া, বাচ্চাদের দ্বীনি লাইনে সুশিক্ষা ও তরবিয়াত দেওয়া এর সম্বন্ধে মোজাকেরা, প্রতিটি কাজে সুন্নতের পাবন্দী করার মোজাকেরা, নবী (সঃ) দের দাওয়াতের ব্যাপারে ঘটনাগুলি ও সাহাবাদের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে এই সমস্ত ঘটনাগুলির মোজাকেরা করা।

৬। ঈশার পর যথা সম্ভব শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। ঐ সময়ে যেন কোন সমষ্টিগত আমল না হয়। নচেৎ তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে ব্যাঘাত ঘটবে।

স্থানীয় কাজ অর্থাৎ মাকামে থেকে কি কি কাজ করতে হবে তার বর্ণনা ঃ

১। **বাড়ীর তালীম ঃ** মহিলাদের আসল কাজের সুন্দর ও আকাঙ্খিত বিষয় হচ্ছে বাড়ির মাহরম পুরুষ ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে প্রত্যেকদিন নির্দিষ্ট সময়ে ফাজায়েলে আ'মাল কিতাবের তালীম সাতটি কিতাব হতে করতে হবে ঃ

ক) ফাজায়েলে তাবলীগ
খ) ফাজায়েলে নামাজ
গ) ফাজায়েলে জিকির
ঘ) ফাজায়েলে কুরআন
ঙ) হেকায়েতে সাহাবা
চ) ফাজায়েলে সাদাকাত
ছ) মওজুদা পস্তী কা ওয়াহিদ এলাজ

এবং হজ্জের সময় ফাজায়েলে হজ্ব ও রমজানের সময় ফাজায়েলে রমজান। ঐ সঙ্গে ছয় নম্বরের মোজাকেরা অতি অবশ্য করতে হবে এবং পালাক্রমে প্রতিদিন একজন সাথীকে ছয় নম্বর বলতে হবে এবং প্রতিদিন শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে।

মাহরম পুরুষের মাধ্যমে উলামায়ে কেরামদের নিকট জিজ্ঞাসা করে করে দ্বীনি মাসায়েল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং ঐ মোতাবিক সাংসারিক ২৪ ঘন্টা কাজগুলি দ্বীন মোতাবিক করতে হবে।

বাড়িতে প্রত্যেকে যেন ঈমান ও আখেরাতের কথা বলে এরকম দ্বীনি জেহেন বানাতে হবে এবং অপরকেও ঈমানের কথা বলনেওয়ালা বানানো হবে।

প্রত্যেকদিন আওয়াল ওয়াক্তে নামাজের পাবন্দী করতে হবে, সকাল - সন্ধ্যা জিকির, তসবিহায়েতের পাবন্দী করা ও তেলাওয়াতের পাবন্দী করা।

হুজুরে (সঃ) এর সুন্নত মোতাবিক তরীকায় সাদাসিধে ভাবে জীবনযাপন করার জন্য বাড়িতে দ্বীনের পরিবেশ তৈরী করতে হবে এবং শিশুদেরকেও হুজুর (সঃ) এর সুন্নত মোতাবিক আদব, আখলাক ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। ইনশা আল্লাহ এরূপ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বপ্রকার সফলতা মিলবে।

সাংসারিক কাজকর্ম যথাসম্ভব অল্প সময়ে শেষ করা, বেশি সময়টা আমলে লাগানো।

বাড়ির পুরুষদেরকে মসজিদের পাঁচ কাজে ঠিক সময়মত পাঠাবার কোশিস করা এবং পালাক্রমে বাড়ির পুরুষ একজন করে আল্লাহ-র রাস্তায় থাকে এরূপ মেজাজ তৈরী করা এবং সর্ব অবস্থায় ভাল হোক অথবা খারাপ হোক পুরোপুরি আল্লাহ-র দিকে একমনে আল্লাহর দরবারে দোওয়া কান্নাকাটি করা। বেশি বেশি সময় আমলে লাগানোর অভ্যাস করা, সবরের সাথে ও তাওয়াক্কুলের সাথে জীবন কাটানো।

এই হল মহিলাদের আসল কাজ।

২। **নিজ মহল্লায় (পাড়াতে) সাপ্তাহিক ইজতেমায়ী তালীম ঃ** যে সমস্ত মহল্লায় (পাড়াতে সাপ্তাহিক ইজতেমায়ী তালীম পূর্ব হতে চলছে ও যেখানে ঐ পাড়ারই মহিলারা তাতে অংশগ্রহণ করে ঐ তালীমগুলো চালু থাকবে।

নতুন কোনও জায়গায় জেলা মারকাজের পরামর্শ ছাড়া ইজতেমায়ী তালীম চালু হবে না।

যে বাড়িতে ইজতেমায়ী তালীম চালু হবে সেই বাড়িওয়ালা যেন মহিলা জামাতে সময় লাগানো সাথী হয়। ঐ ইজতেমায়ী তালীম মহল্লা বা পাড়ার মসজিদ আবাদকারী জামাতের নিগরানীতে ও মাশওয়ারাহতে চলবে।

মহল্লার ইজতেমায়ী তালিমে ফাজায়েলে আমালের সাতটি কিতাব পড়া হবে এবং ছয় নম্বরের আলোচনা হবে। ছয় নম্বরের আলোচনা ছোট ছোট হালকা বানিয়ে ২০, ২৫ মিনিট ধরে চলবে। খুব বেশিক্ষণ চালানো যাবে না। ইজতেমায়ী তালিমে সময় পুরো এক ঘন্টা লাগবে।

কখনও কেমন দু-এক মাস ছাড়া মাশওয়ারাহর মাধ্যমে পুরুষের তরফ থেকে বায়ান হতে হবে।

ঐ মহল্লায় বা পাড়াতে এমন দুজন মহিলা সাথী থাকবে যাহারা ইতিপূর্বে তিন দিনের জামাতে দু-তিনবার বেরিয়েছে এবং মহিলাদের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন ঐ রকম মহিলা ইজতেমায়ী তালীমে থাকতে হবে, তবেই মহল্লা বা পাড়াতে ইজতেমায়ী তালীমের নিজাম সঠিক পদ্ধতিতে চলবে।

সাপ্তাহিক ইজতেমায়ী তালীমে কখনও কখনও বায়ান যে হবে তার নিজাম শহরের মারকাজের পরামর্শ দ্বারা হবে, মসজিদওয়ার জামাতের সাথীদের

মাশওয়ারাহ দ্বারা নয়।

ইজতেমায়ী তালীমে কোনও মহিলা দাঁড়িয়ে তালীম অর্থাৎ কিতাব পড়া ও ছয় নম্বরের আলোচনা একদম করবে না। এমন কি তশকিলও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবে না।

ইজতেমায়ী তালীমের শেষে ও বায়ানের পর তশকিলের সময় মহিলারা প্রত্যেক বাড়ি হতে একজন করে পুরুষকে আল্লাহর রাস্তায় বেরোবার জন্য বলবে এবং প্রত্যেক বাড়িতে ফাজয়েলে তালীম চালু করার জন্য মহিলাদিগকে ঐ বিষয়ে খুব উৎসাহ দিবে ও ফিকির দিবে ও তাকিদ করবে। তালীমের পরক্ষণেই নিজ নিজ বাড়িতে মহিলারা ফিরে যাবে।

ইজতেমায়ী তালীমে মহিলারা পর্দার সহিত আসবে এবং তালীমের নামে পরিচিতা মহিলারা পুরোপুরি শরিয়ত অনুযায়ী পর্দার সহিত অর্থাৎ বোরখা পরে তালীমে যোগদান করবে, এতে তারা অপরের জন্য নমুনা হবেন।

নতুন মহিলারা হয়ত বে-পর্দায় আসতে পারে, আমরা তাহাদিগকে তরগীব দেবো এবং জেহেন বানাবো। কারও কাপড়ের বিষয়ে, চুলের বিষয়ে ও পর্দার বিষয়ে যেন কারও দোষ না ধরি।

নিজের নিজের এসলাহের নিয়তে আসবো। নিজের এসলাহ ফরজ, পরের দোষ ধরা হারাম।

ইজতেমায়ী তালীমের দিন খুব সকালেই খানা পাকিয়ে ঘরের অন্যান্য কাজ সামলে দিয়ে ইজতেমায়ী তালীমে যোগ দেবে যাহাতে বাড়ির স্বামী বা অন্যান্য লোকদের কষ্ট না হয়। ইজতেমায়ী তালীমে যাওয়ার সময় স্বামী বা পিতার অনুমতি নিয়ে যেতে হবে এই জন্য যে যদি অন্য কোনও মাহরমের সঙ্গে যেতে হয় তখন ইজাজত নিতে হবে নচেৎ নিজ মাহরমের সঙ্গে যেমন স্বামী বা পিতা বা ভাই বা পুত্র এদের সহিতই যেতে হবে।

সাদা সিধা লেবাস পড়ে সাজগোজ না করে ইজতেমায়ী তালীমে যোগ দিতে হবে, উত্তম পোষাক ও গহনা পরা চলবে না।

তালীমে শরীক হওয়ার জন্য নিজ মাহরমের সাথে ঘর হতে সোজাসুজি ইজতেমায়ী তালীমের বাড়িতে পৌঁছাতে হবে এবং শেষ হওয়ার পরই সোজাসুজি নিজ ঘরে ফিরে আসতে হবে। আসা যাওয়ার পথে অন্য কাহারও ঘরে বা অন্য কোথাও যেন যাওয়া না হয়।

দিনে দিনে মাগরিবের আগেই মাহরমকে সাথে করে নিজ বাড়িতে ফিরে আসতে হবে। আর ইজতেমায়ী তালীমের বাড়িতে তালীম শুরু হওয়ার আগেই পৌঁছাতে হইবে। যদি অন্য কোন মহিলা না এসে থাকেন তবে নিজের জিকিরে, ফিকিরে থাকবে। আর যদি কেহ আসিয়া থাকে বা আসার পরই সেই মুহূর্তেই তালীম শুরু করে দেবে এইজন্য যে, যাতে মা বোনেরা অন্য কোনও আলাপ আলোচনাতে মশগুল হওয়ার সুযোগ না পায়। ইজতেমায়ী তালীম যে ঘরে হবে সেই বাড়িওয়ালীর সাথে ও অন্যান্য মহিলাদের সাথেও দুনিয়াবি আলাপ আলোচনা করবে না।

ইজতেমায়ী তালীমের পরে তালিমের বাড়িতে খানা পিনার কোনও ব্যবস্থা মোটেই করা হবে না, প্রয়োজন হলে শুধু পানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ইজতেমায়ী তালীমের বাড়িতে কখনও কোন মা বোন যেন কোনও প্রকার হাদিয়া ও তোহফা লেনদেন না করেন।

সর্বশেষে মজলিস খতমের দোওয়া মা - বোনেরা নিজে নিজে পড়ে চলে যাবে এবং এর অভ্যাস করার পরিবেশ যেন তৈরী হয়।

৩। মহল্লায় ইজতেমায়ী তালীম শুরু করার জন্য বাড়ি নির্দ্দিষ্ট করার শর্তাবলী ঃ

বাড়িওয়ালা যেন তিন চিল্লার সাথী হোন, মাশওয়ারাহ মেনে বড়দের মনসা মোতাবিক চলার মেজাজ যেন হয় এবং বাড়িওয়ালীকে এক চিল্লা দিতে হবে। ঐ বাড়ির পুরোপুরি পর্দার সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

ইজতেমায়ী তালীমের সময়ে ঐ বাড়িতে ১০ বৎসরের ছেলে হতে আরও বেশি বয়সের কোন পুরুষ ঐ বাড়িতে অবস্থান করতে পারিবে না, বাড়ির ভিতর যাওয়া আসা করতে পারবে না।

মহিলাদের আওয়াজেরও পর্দা করতে হবে। ঐ বাড়ির জায়গাও যথেষ্ট হতে হবে যাতে জমা হোনেওয়ালী মহিলাগণ সকলেই বসতে পারে। ঐ বাড়ির চালচলন সাদাসিধে ও সুন্নত মুতাবিক হওয়া চাই।

ঐ বাড়িতে শরিয়তের খেলাপ কোনও আসবাব যেমন টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি না থাকে।

মহিলারা ইজতেমায়ী তালীমের নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময় ছাড়া সপ্তাহের আর অন্য কোনও দিন ঐ বাড়িতে জমা হবে না।

নেক বিবিদের স্বভাব-চরিত্র এবং প্রশংসায় আল্লাহ ও রসুল কি বলছেন শুনুন ঃ

(বেহেস্তী জেওর অষ্টম খণ্ড)

আল্লাহতায়ালা কুরআনে বলেছেন যে স্ত্রীলোক নামাজ আদায় করে রোজা রাখে, গোনাহ ও নেকীর কাজে খেয়াল রেখে চলে, কুরআন ও হাদীস মতে চলে, যাকাত আদায় করে, দান খয়রাত করে, মিথ্যা কথা বলে না, আমানতের খেয়ানত করে না, স্বীয় সতীত্ব ও পবিত্রতা বজায় রেখে চলে, বে-পর্দা হয় না, উচ্চস্বরে কথা বলে না, লজ্জাশরম বজায় রেখে চলে, কারও সহিত হাসি তামাসা, ঠাট্টা ইত্যাদি করে না, সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে, স্বামীর খেদমত করে সেই মেয়েলোকের জন্য শুভ সংবাদ, সে পরকালে অফুরন্ত নিয়ামতের অধিকারী হবেই।

চির শান্তিময় সুখের দরজা, বেহেস্তের দরজা তার জন্য খোলা থাকবেই।

আল্লাহ বলেন নেককার বিবিদের মধ্যে এই গুণগুলি পাওয়া যাবে যেমন, "আল্লাহতায়ালার ফরমাবরদারী, আল্লাহর উপাসনা বন্দেগী, দ্বীন শরিয়তের পাবন্দী, সতীত্ব, পাক দামানী রক্ষা করা, শরিয়ত বিরোধী কাজে তওবা ও অনুতাপ ইত্যাদি।"

হাদীসের সারমর্মে আছে, ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, যে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়বার জন্য স্বামীকে জাগিয়ে দেয়।

হুজুর পাক (সঃ) আরও বলেন, যার সারমর্ম যে স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয়ে যায় সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে ঐ সন্তান পরকালে তাকে টেনে বেহেস্তে নিয়ে যাবে।

হুজুর (সঃ) বলেন - যার সারমর্ম এই, সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন নেককার রমনী যার দিকে দেখামাত্র স্বামীর মন শান্তিপূর্ণ হয়ে যায় এবং স্বামীর আদেশ পাওয়া মাত্র পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং স্বামীর বিদেশে থাকাকালীন নিজের ইজ্জত ও হুরমতের হেফাজত করে।

হাদীসের সারমর্মে আছে, আরবীয় মহিলারা দুটি ভাল কাজে অভ্যস্ত।

১) সন্তানদিগকে খুব মহব্বত করে।

২) স্বামীর মাল-আসবাব হেফাজত করে।

বড়ই দুঃখ ও আফসোসের বিষয় আমাদের দেশের মহিলারা স্বামীর মালের হেফাজতের দিকে আদৌ খেয়াল করে না, তাছাড়া স্বামীর আমানতের হেফাজত করতেও তারা একেবারে উদাসীন। সন্তানের খাওয়া পরার দিকে মায়েরা যেমন তীক্ষ্ন দৃষ্ট রাখে তার চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত তাহাদের চরিত্র গঠনের দিকে কেননা শিশুদের চরিত্র স্বভাবতই নিষ্কলুশ ও পবিত্র ও কোমল। এই সময়টা তারা জননীর কোলে অতিবাহিত করে। ঐ সময় মায়েরা শিশুকে যেমন করে গড়তে চেষ্টা করবেন ঠিক সেইভাবেই শিশুরা গড়ে উঠবে।

হাদীস শরিফে সারাংশে আছে, হুজুর পাক (সঃ) বলেন, তোমরা কুমারী মেয়েকে বিবাহ করবে কারণ তারা স্বামীর সহিত লজ্জাশীলতা ও সম্ভ্রম সুলভ ব্যবহার করবে। তাহাদের কথাবার্তা নরম ও কোমল হবে, তারা মোটেই উগ্র এবং নিলর্জ্জ আচরণ দেখাবে না। তাছাড়া তাহারা সামান্য খরচপত্রে সন্তুষ্ট হবে।

ফায়েদা ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, লজ্জা ও নম্রতা অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। আর এই হাদীসের নির্দেশ দ্বারা বিধবা বা তালাক হওয়া মেয়েদের বিবাহ না করার কথা বলা হয় নাই বরং তা বিবাহিতা মেয়ের গুণের প্রশংসা শুধু করা হয়েছে নচেৎ দেখা গেছে ও হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করাতে হুজুর পাক (সঃ) তাহাকে বিশেষ ভাবে দোওয়া দিয়েছিলেন।

হাদীসে আসছে, হুজুর পাক (সঃ) বলেন যে রমনী পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজানের রোজা রাখে, স্বীয় আবু ইজ্জত রক্ষা করে চলে এবং স্বামীর তাবেদারী করে সে বেহেস্তের যে কোন দরজা দিয়ে নিজ ইচ্ছায় প্রবেশ করতে পারবে।

ফায়েদা ঃ - মোট কথা দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ঠিকমত আদায় করলে তাদেরকে দ্বীনের অত্যন্ত কঠিন ইবাদতগুলি করবার ততটা প্রয়োজন নাই। ঐরূপ কঠিন ইবাদত করে যে মর্তবা ও মর্যাদা লাভ করা যায় নারীদের স্বামীর তাবেদারী ও সন্তান প্রতিপালন ও গৃহের কাজগুলি করলে তাই অর্জিত হবে।

হাদীসে হুজুর (সঃ) বলেন, স্বামীকে খুশি রাখা অবস্থায় যে নারীর মৃত্যু হয় সে বেহেস্তী হবে।

হুজুর (সঃ) আরও বলেন, যার চারিটি জিনিস হাসেল হয়েছে সে দুই জগতের ইহকালের ও পরকালের দৌলত হাসেল করেছে।

১) নিয়ামতের শোকর আদায় করা।

২) জবান দিয়ে সর্বদা আল্লাহর জিকির করা।

৩) বিপদে আপদে ধৈর্য অবলম্বন করা।

৪) স্বীয় সতীত্ব ও স্বামীর মালের হেফাজত করা ও প্রতারণা না করা।

হাদীসে আসছে যার সারমর্ম, "যে শরিফ ও মালদার মহিলা বিধবা হয়ে ও অন্য বিবাহে না বসে নিজের সন্তানের খেদমত ও লালন পালনের কষ্টে নিজের রূপলাবণ্য পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলে অথচ সেই সন্তান বড় হয়ে মাতাকে পৃথক করে দিল এবং তাহার সহিত দুর্ব্যবহার শুরু করে দিল, হুজুর (সঃ) বলেন, এই রকম মহিলা বেহেস্তে আমার এত নিকটবর্তী হবে যেমন শাহাদতের আঙুলের নিকটবর্তী আঙুলগুলি।

হাদীস পাকে এসেছে, এক ব্যক্তি হুজুর (সঃ) এর কাছে আরজ করল, এক মহিলা খুব বেশি নফল নামাজ পড়ে, নফল রোজা রাখে এবং দান খয়রাত করে কিন্তু তার জবান দ্বারা তার প্রতিবেশী কষ্ট পায়, হুজুর (সঃ) উত্তরে বললেন সে দোজখী। ঐ লোকটি আবার আরজ করল এক রমনী নফল নামাজ ও নফল রোজা খুব বেশি আদায় করে না ও সামান্য পনিরের টুকরো খয়রাত করে অথচ তার দ্বারা প্রতিবেশিদের কষ্ট হয় না, হুজুর (সঃ) বললেন সে বেহেস্তী।

ফায়েদা ঃ - আগের হাদীসে যে কথা বলা হল তার মতলব এই নয় যে বিধবা নারীদের অনত্র বিবাহে না বসবার মধ্যে অধিক সওয়াব আছে বরং তার তাৎপর্য এই যে যে সকল রমনী মনে করবে যে নিজে বিবাহে বসে সুখ শান্তি দিন যাপন অপেক্ষা আমার সন্তানরা আশ্রয়হারা হয়ে নষ্ট না হয়ে যায় তাদের খেদমত ও প্রতিপালন করার ব্যবস্থা করাই আমার একমাত্র কর্তব্য।

হুজুর পাক (সঃ) এর দরবারে এক রমনী উপস্থিত হল। তার কোলে একটি ছেলে ছিল, আর একটি ছেলে তার হাতে ধরে ছিল, হুজুর পাক (সঃ) তাকে দেখে বললেন, এই মহিলা এদেরকে গর্ভে ধারণ করেছে, তারপর এদেরকে প্রসব করেছে তারপর অত্যন্ত যত্নের সহিত এদেরকে লালন পালন করেছে, যদি এর সহিত সে স্বামীর সন্তুষ্টিও হাসেল করে থাকে এবং নামাজেরও পাবন্দ হয় তবে সে নিশ্চয় বেহেস্তী।

হুজুর পাক (সঃ) আরও বলেন, নারীদের প্রতি তোমরা কি এতে রাজি নও যখন তোমাদের মধ্যে কেহ স্বামীর অসিলায় গর্ভবতী হয় ও স্বামী তার উপর খুশী থাকে তবে ঐ মহিলা ঐ পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয় যে পরিমাণে সওয়াবের অধিকারী আল্লাহ-র পথে রোজাদার ও রাত্রী জেগে ইবাদতকারীগণ হয়ে থাকে। আর যখন তার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় তখন তাহার শান্তি ও আরামের জন্য যে সমস্ত জিনিস অলৌকিক জগতে মজুত করা হয় সে সম্বন্ধে আসমান জমিনের কেউই কোন ধারণা করতে পারে না। আর সন্তান প্রসব হওয়ার পরে তার স্তন থেকে নির্গত প্রতিটি দুধের ফোটার পরিবর্তে নেকী লেখা হয়। আর সন্তানের জন্য যদি রাত্রে জাগতে হয় তবে সে আল্লাহ-র রাস্তায় ৭০টি গোলাম আজাদ করার নেকী হাসিল করে।

হাদীসে আসছে হুজুর (সঃ) বলেন নারী যদি তার স্বামী সংসার হতে সাধ্য অনুযায়ী স্বামীর অনুমতি নিয়া দান খায়রাত করে, তখন উভয়েই সওয়াবের অধিকারী হয়।

হুজুর (সঃ) আরও বলেন, ওহে নারীগণ তোমরা জেহাদের সওয়াব হাসিল করবে হজের দ্বারায়।

ফায়েদা ঃ জিহাদের লাভ নারীগণ হজের দ্বারা পেল, নারীদের কি সৌভাগ্য।

হুজুর (সঃ) বলেন, নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। কেননা হজরত হাওয়াকে হজরত আদম (আঃ) এর পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

হুজুর (সঃ) বলেন, আল্লাহ নারীদের জন্য ঈর্ষা ও হিংসা না করার বদলে জেহাদের সওয়াব দেন অর্থাৎ যে নারী ঈমান ও সওয়াব লাভের জন্য স্বামীর অন্য বিবাহে ধৈর্য্য ধরে তাকে শহিদের মোর্ত্তবা দেওয়া হয়।

হুজুর (সঃ) বলেন, নারীদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে স্বামীর (বাসনা) দৃষ্টিকে তৃপ্তি দান করতে পারে ও স্বামীর হুকুমের তাবেদার হয়, তা ছাড়া তার জান ও মালের হেফাজত করে।

হুজুর (সঃ) বলেন, পায়জামা পরিধানকারী নারীর উপর আল্লাহ-র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক অর্থাৎ পর্দানসীন মহিলাদের উপর আল্লাহ রহম করুন।

হুজুর (সঃ) বলেন, কোনও বদকারিনী রমনীর বদকার হাজার পুরুষের বদকারের সমতুল্য এবং নেকীকারিনী রমনীর নেক কাজ ৭০ জন আউলিয়ার নেক কাজের সমতুল্য।

হুজুর (সঃ) বলেন, যে রমনী নিজের ঘরের কাজ কাম স্বহস্তে সম্পাদন করে সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের সওয়াব লাভ করবে। হুজুর (সঃ) আরও বলেন নারীদের মধ্যে ঐ উত্তম যে সতীত্বকে বজায় রাখে ও স্বামীর ভক্ত হয়।

হাদীসে আসছে, এক পুরুষ ব্যক্তি হুজুর (সঃ) এর খিদমতে আরজ করল, ইয়া রসুলুল্লাহ (সঃ), আমি যখন আমার স্ত্রীর নিকট যাই তখন সে বলে মারহাবা, আমার সর্দার, মারহাবা আমার বাড়ির সর্দার। আর সে যখন আমাকে চিন্তিত দেখে তখন বলে পার্থিব বিষয় নিয়ে কিসের চিন্তা? আপনার আখেরাত তো দুরস্ত আছেই।

শুনে হুজুর (সঃ) বললেন, তাহাকে সুসংবাদ দাও যে সে ইবাদতকারিণীদের শ্রেষ্ঠতমা এবং মুজাহিনদীনদের অর্ধেক সওয়াব হাসিল করে থাকে।

হাদীস ঃ আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারিয়া বলেন আমি হুজুর পাক (সঃ) এর খিদমতে আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ (সঃ) আমি নারীকুলের ফরিয়াদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। পুরুষগণ জুম্মার নামাজ পড়ে, জামাতে গিয়ে নামাজ পড়ে, রুগীর সেবা শুশ্রুষা করে, জানাজার নামাজে যায়, হজ্জ ও ওমরা করে ও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষী হয়, এইসব ব্যাপারে আমাদের অপেক্ষা পুরুষরা অধিক প্রাধান্য হাসিল করেছে।

এর উত্তরে হুজুর (সঃ) বললেন, নারীদিগকে জানিয়ে দাও এই পরিমাণ প্রাধান্যের সওয়াব, স্বামীর খিদমত, স্বামীর হক আদায় ও স্বামীর তাবেদারী করাতে ও তার আন্তরিক সন্তুষ্টি হাসিল করার মধ্যেই রয়েছে।

হাদীস ঃ হুজুর (সঃ) বলেন নারীগণ সন্তান প্রসব করা হইতে ও সন্তানকে দুগ্ধ পান করান পর্যন্ত এমন সওয়াব হাসিল করে যেমন সওয়াব ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষাকারী সেনাদল করে থাকে। আর এই সময়ের মধ্যে যদি ঐ সন্তানের মা মারা যায় তবে সে শহিদের দরজা প্রাপ্ত হয়।

হাদীস ঃ হুজুর (সঃ) বলেন, হে নারীরা জেনে রাখবে তোমরা যারা নেককার হবে তারা সকলের আগে বেহেস্তে প্রবেশ করবে, তাদের গোসল করিয়ে, খুশবু লাগিয়ে প্রত্যেককে স্বামীর হাওলায় দিয়ে দেওয়া হবে। লাল ও হলুদ রঙের বাহনের উপর তাদের সহিত বসে থাকবে মুক্তার মত চকচকে ছেলে মেয়ে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, যে নারী স্বামীর কথার অবাধ্য হবে তাকে প্রথমে সৎ উপদেশ দাও, তাতেও ঠিক না হলে তাহাদের সহিত ওঠাবসা ত্যাগ কর।

তাতেও ফল না ফললে তাহাদিগকে অল্প প্রহার কর, তাতে তারা যদি তাবেদারী শুরু করে তবে তাকে কষ্ট দিবার বাহানা তালাশ করো না।

আল্লাহতায়ালা আরও বলেন, তোমরা চলিবার সময় পা মাটিতে জোরে ফেলো না অর্থাৎ পর পুরুষকে গহনার আওয়াজ শুনিও না।

ফায়েদা ঃ এই আয়াতের মর্ম দ্বারা বুঝা যাচ্ছে স্ত্রীলোকদের কথাবার্তাতে উচ্চ আওয়াজ করা কঠিন নিষেধ।

হাদীস ঃ হুজুর (সঃ) বলেন, হে নারীগণ তোমাদের বেশি সংখ্যককেই আমি দোযখে দেখেছি। কিছু মহিলা আরজ করল, ইয়া রসুলাল্লাহ (সঃ) এর কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেন, তোমরা আল্লাহর গজবের কথা বেশি বল অর্থাৎ তোমরা এভাবে বল অমুকের উপর আল্লাহর গজব আসুক, আর স্বামীর নাফরমানী খুব বেশি কর আর স্বামীর দেওয়া জিনিসকে অপছন্দ কর।

হাদীস ঃ হুজুর (সঃ) বলেন, উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারিনী রমনী যদি তওবা না করে রোজ কেয়ামতে তাকে সূচের মত কাঁটা বিশিষ্ট আগুনের জামা পরানো হবে। তা তার শরীরে বিঁধতে থাকবে আর আগুনে দেহের চামড়া জ্বলবে।

হাদীস ঃ একজন নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আজাব দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখে অনাহারে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছিল।

হাদীস ঃ কোন কোন পুরুষ বা নারী দীর্ঘ ৬০ বৎসর (অর্থাৎ সারাজীবন) আল্লাহ-র ইবাদতে কাটিয়ে মৃত্যুকালে শরিয়ত বিরোধী এমন অসিয়ত করে গেল যার কারণে সে দোযখের উপযুক্ত হয়ে গেল।

হাদীস ঃ হুজুর (সঃ) বলেন, এক মহিলা অপর এক মহিলাকে দেখে তার বিষয় স্বামীর নিকট এমনভাবে কিছু বলা না চাই, যাতে স্বামীর মনের চোখে সে নারীর ছবি ভাসিয়া উঠতে পারে।

হাদীস ঃ একদা হুজুর পাক (সঃ) এর দুই বিবি তার নিকট বসেছিলেন। এমন সময় এক অন্ধ সাহাবী এসে পড়লেন।

হুজুর (সঃ) সাথে সাথে দুই বিবিকে পর্দার আড়ালে যেতে বললেন। তারা এতে আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে তো অন্ধ ব্যক্তি। হুজুর (সঃ) বললেন সে ঠিকই অন্ধ, কিন্তু তোমরা তো অন্ধ নও।

হাদীস ঃ হুজুর (সঃ) বলেন, যে নারী নিজের নেককার স্বামীকে কষ্ট দেয় তাকে উদ্দেশ্য করে ঐ পুরুষের বেহেস্তে হুরগণ বলে, হে নারী তোর উপরে

অভিশাপ হোক। ঐ ব্যক্তি তোমরা মেহমান ছাড়া আর কিছু নয়, সে তো অতি শীঘ্র আমাদের কাছে চলে আসবে।

হাদীস ঃ হুজুর (সঃ) বলেন, আমি কখনো ঐরূপ দোযখী রমণী দেখি নি অর্থাৎ আমার জামানার পর এমন নারীর আবির্ভাব ঘটবে যারা কাপড় পরলেও উলঙ্গর মত মনে হবে। তারা খুব সেজেগুজে রঙ ঢঙের সাথে দেহ হেলিয়ে দোলাইয়া চলবে এবং মাথার চুলকে নকল চুলের সহিত জড়িয়ে রাখবে যাতে মাথার চুল খুব বেশি মনে হইবে। এই ধরণের নারীদের জন্য বেহেস্তের কোন খুশবুও মিলবে না।

হাদীস ঃ হুজুর (সঃ) বলেন, যে নারী পর পুরুষকে বা অন্য মহিলাকে দেখাবার জন্য গহনা ও পোষাক পরিচ্ছদ পরিবে সে বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না।

হাদীস ঃ একবার হুজুর আকরম (সঃ) কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। একবার তাঁর কানে আওয়াজ এল কে যেন কাউকে অভিশাপ দিচ্ছে। হুজুর (সঃ) সঙ্গীদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বলতে পার? তাঁরা বললেন, একজন মহিলা তার কাঠের বোঝা বহনকারী উটকে অভিশাপ দিচ্ছে। হুজুর (সঃ) বললেন, উটটি যখন মেয়েলোকটির কাছে অভিশাপের পাত্র তখন তোমরা উটের পিঠ হতে নামিয়ে ফেলে দিয়ে মেয়েলোকটিকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও যে সে উটের পিঠে কাঠের বোঝা বহন করায় কোন মুখে?

মা বোনেদের প্রয়োজনীয় কাজগুলি ঃ

ক) আজানের সাথে সাথে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া।
খ) বাড়িতে দৈনিক তালিম করা।
গ) দৈনিক কুরআন পাকের তেলাওয়াত করা।
ঘ) সকাল-বিকাল তিন তসবিহ আদায় করা।
ঙ) বাচ্চাদেরকে দ্বীনি তালীম ও দ্বীনি তরবিয়তের ব্যবস্থা করা।
চ) স্বামীর খিদমত করা।
ছ) সাদাসিধে জীবন যাপন করা এবং নিজ বাড়ির মাহরম পুরুষকে আল্লাহর রাস্তায় বাহির করা।

আজানের সাথে সাথে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া ঃ

আজানের সাথে সাথে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া নারী পুরুষ সকলের উপর বিরাট জিম্মাদারী। পুরুষেরা আজানের সাথে সাথে মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করবেন আর বাড়ির মধ্যে মা বোনেরা আজানের শব্দ কানে আসার সাথে সাথে হাতের সব কাজ বন্ধ করে নামাজের জন্য তৈরী হবেন। নারী হোক বা পুরুষ হোক, যে ব্যক্তি পাঁচওয়াক্ত নামাজ ঠিক সময়মত পাবন্দীর সাথে আদায় করবেন তাকে আল্লাহ তাবারাকাতায়ালা নিজ দায়ীত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যারা তা করবে না, আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোন জিম্মাদারী নাই। যারা নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে শুরুর ওয়াক্তেই নামাজ আদায় করার অভ্যাস করবেন তাদের মৃত্যুর সময় যদি তার ঘরের লোকেরা তাকে কলেমার তালক্বীন করতে ভুলে যায় তাহলে মালেকুল মওত খোদ তাকে কলেমার তালক্বীন করিয়ে ঈমানের সাথে রুহ বার করবেন। এই জন্য নামাজের সময় হওয়ার সাথে সাথে বিলম্ব না করে, অলসতা বা গড়িমসি না করে নামাজ আদায় করে নেওয়া চাই। আসলে নামাজের সময় হওয়ার পূর্বেই নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দরকার তা না হলে ওয়াক্ত আসার পর বা আজানের পর প্রস্তুতি নিতে গেলে অনেক সময় নামাজ আদায় করতে বিলম্ব হয়ে যায়। অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে মা-বোনেরা নামাজের ব্যাপারে বড় অলস। প্রতি ওয়াক্তের নামাজ অনেক সময় ঠিক ওয়াক্ত মত না পড়ে হাতের কাজ করতে করতে, গোছাতে গোছাতে নামাজের আউয়াল ওয়াক্ত পার করে দেয়। এমনকি অনেক সময় একবারে নামাজের শেষ ওয়াক্ত দাঁড়িয়ে যায় তারপর কোনরকম তাড়াহুড়ো করে নামাজটা আদায় করে নেয়। এটা নফস ও শয়তানের মস্ত বড় ধোঁকা যে, হাতের কাজটা আগে শেষ করব তারপর নামাজ পড়ব। এইভাবে শয়তান একটার পর একটা কাজ আনতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে নামাজের মূল ওয়াক্ত নিয়েই টানাটানি হয়ে যায়, সুতরাং ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই হাতের কাজ বন্ধ করে দেবেন। আগে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজের পাবন্দী করার অর্থ হল নামাজ সময়মত পড়তেই হবে সাথে সাথে নামাজ কবুল হওয়ার মূল শর্তগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে হবে। বাড়ির মা-বোনেদের জানা থাকা দরকার যে, মসজিদে কোন নামাজ কখন শুরু হয়। যার যার পাড়ার মসজিদে যখন

জামাতে নামাজ আদায় হয় ঘরের মহিলারা ঠিক তখনই নামাজ আদায় করবে, তাহলেই হবে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা। ঘরের ভিতর নামাজের নির্দ্দিষ্ট জায়গা থাকবে। আজানের শব্দ কানে আসার সাথে সাথে নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে নামাজের স্থানে হাজির হয়ে যাবেন। আজকাল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান ও জামাত শুরু হওয়ার নকশা বা বোর্ড সব জায়গায় কিনতে পাওয়া যায়। আমরা নামাজের ওয়াক্তের ব্যাপারে খুবই গাফেল। তাই আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঐ নকশা বা বোর্ড থাকা দরকার। সেজদার স্থানকে মসজিদ বলা হয়। মা-বোনোরা ঘরে যেখানে নামাজ পড়েন, সেজদা করেন, ওটাই তাদের মসজিদ। বাড়িতে নামাজের নকশা বা বোর্ড থাকলে নারী পুরুষ সকলের নামাজের সময়ের পাবন্দী করা সহজ হবে। মহিলাদের উচিত পরিচিত মা-বোনদেরকে আজানের সাথে সাথে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করার তাকিদ করা। নামাজের পাবন্দী করার ব্যাপারে হাদীস শরিফে পাঁচটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে, যার সারমর্ম এই -

১) রুজি রোজগারের সংকীর্ণতা বা অভাব দূর হয়ে যাবে।
২) কবরে আজাব আল্লাহ মাফ করে দেবেন।
৩) ডান হাতে আমল নামা পাওয়া যাবে।
৪) পুলসিরাত বিদ্যুৎ গতিতে পার করে দেবেন।
৫) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

বাড়িতে তালীম করা ঃ

মা-বোনরা নিজ বাড়িতে ছোট বড় সকলকে নিয়ে প্রতিদিন ফাজায়েলে আমালের তালীম করবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাহাতে তালীমের সময় পর্দার খেলাপ না হয়।

বাড়ির তালীমের জিম্মাদারী মা-বোনেদের উপর। কারণ পুরুষরা দ্বীনের বিভিন্ন কাজ পুরা করার জন্য সব সময় ঘরে থাকতে পারবে না। তবে যদি পুরুষরা বাড়ির তালীমের সময় ঘরে থাকেন তবে তারাও শরীক হবেন। বাড়ির তালীম সকলে মিলে পরামর্শ করে এমন একটা সময় স্থির করবেন যাতে সকলেই

শরীক হতে পারেন। খোদা না করুন ঘরে যত অসুবিধা থাকুক না কেন কোন অবস্থাতেই তালীম যেন বাদ না যায়। ফাজায়েলে আমলের সব কিতাব থেকেই ধারাবাহিকভাবে কিছু না কিছু পড়া চাই। বাড়িতে সুরা ক্বেরাতের মশ্‌কও হওয়া চাই। এবং কিতাব পড়ার পরে ৬ নম্বরের মুজাকারা হওয়া চাই। মুজাকারার মানে প্রত্যেক মা-বোন ঐ সময় ৬টি নম্বর পুরাপুরি যতটা সম্ভব শুনাবেন। আজকাল বেশির ভাগ কর্মীদের ঘরের মেয়েরা ৬ নম্বরের মুজাকারাতে বড় দুর্বল, বড় কমজোর এবং অবহেলা করে। পুরুষদিগকে তো বাইরে দ্বীনের মেহনতে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় যার ফলে আলহাম্‌দুলিল্লাহ তারা ৬ নং বলাতে কম-বেশি মজবুত।

বড় হজরতজি (রহঃ) বলেছেন, "এ ছে নম্বর নেহি হ্যায়, এ ছে সমুন্দর হ্যায়'। অর্থাৎ ৬ নম্বর নয়, এটা ৬টি সমুদ্র। তিনি আরও বলেছেন ইনশাআল্লাহ এমন এক জামানা আসবে, বাচ্চারা ডাণ্ডাগুলি খেলবে আর ৬ নম্বর বলতে থাকবে। ৬ নম্বরের প্রচলন ও আলোচনা এত বেশি হওয়া দরকার যাহাতে সকলের জীবনে ৬টি নম্বর চলে আসে। অর্থাৎ এই ৬টি গুণ সকলের জীবনে চলে আসে। কেবল ৬টা কথা মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয় বরং আমাদের ঘরের মেয়েরা ও ছেলেরা এমনভাবে ৬ নম্বর শিখবে যে প্রয়োজনবোধে যে কোন লোককেই এই ৬ নম্বরের দাওয়াত দিতে পারে। ৬ নম্বর সংক্ষেপে বলা সকলকে শিখতে হবে যেন পনেরো বিশ মিনিট বা আধ ঘন্টার মধ্যে পুরো ৬ নং সুন্দরভাবে বলা এসে যায়। আর সুযোগমত এক দেড় ঘন্টাও বলতে পারে যাতে প্রতিটি নম্বর সকলের জীবনে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। তবে সুযোগমতো ঐ নম্বরগুলোর উপর আমল করার জন্য তশকিলও করতে হবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জান মাল ব্যয় করার জন্যও তশকিল করতে হবে এবং তৈরীও করতে হবে।

এই জন্য বড়রা বলেন প্রতিটি নম্বরের উদ্দেশ্য কি এবং এই ৬ নম্বর আমাদের কাছে কি চায়? এই সব উদ্দেশ্য সকলকেই জানতে হবে। এরপর ঐ নম্বরে যখন আমাদের জীবনে চলে আসবে অর্থাৎ এই নম্বরের উপর যখন আমল শুরু হবে তখন দয়াময় আল্লাহতায়ালা এই আমলকারিকে কি দেবেন? আর ঐ নম্বরের উপর নবী ও সাহাবাগণ ও বুজুর্গানে দ্বীন অতীতে কিভাবে আমল করেছেন তার প্রতিটি নম্বরের দু-চারটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরতে হবে। পরিশেষে ঐ নম্বরের জন্য মেহনত কিভাবে করতে হবে এ সবও আলোচনা করতে হবে। প্রথমতঃ ছয়

নম্বর সহীহ তরতীবে শোনার অভ্যাস করতে হবে এবং ঐ সাথে সাথে বলা অভ্যাসও করতে হবে। ইনশাআল্লাহ যখন আমরা শুনব এবং বলার অভ্যাসও করব তখন আল্লাহপাক আমাদের আমল করবার তওফিক দেবেন।

দৈনিক কোরআন পাকের তেলাওয়াত ঃ

কোরআন পাক এমন একটা জিনিস যা কাল কেয়ামতের ময়দানে তাঁহার তেলাওয়াত করনেওয়ালাকে ও পড়নেওয়ালাকে জান্নাতে পৌঁছাবে। কোরআন পাক নবী (সঃ) দের ও ফেরেস্তাদের চেয়েও অধিক সুপারিশ করনেওয়ালা। কিন্তু এই সুপারিশ তখনই লাভ হবে ও দুনিয়া আখেরাতে মানুষ লাভবান তখনই হবে যখন কোরআন পাক নিয়মিত তেলাওয়াত করা হবে।

সর্বপ্রথম কোরআন পাককে সহিহ্ শুদ্ধ শিখতে হবে। বড় হজরতজী (রহঃ) বলেছেন সকল দাওয়াত ও তবলীগের কাজে পৃথক সময় লাগাতে হবে আর কোরআন পাকের তজবীদের সহিত অর্থাৎ নিয়মকানুন মেনে ও তারতীলের সাথে কোরআন পাক পড়তে হবে। কোরআন পাকের তজবীদের নিয়ম-কানুন আয়ত্ব করা ছাড়া কেউ কখনও কোরআন পাককে সহি শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে পারবে না।

ঘরের মেয়েদেরকে তজবীদের সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াত করতে নির্দেশ দিতে হবে। ইলমে ক্বেরাতের সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে। ঘরের মা-বোনদেরকে প্রত্যেককে নিজের বড় বড় চারজন শিক্ষকের নিকট কোরআন শিখতে হবে। প্রথম শিক্ষক-পিতা, তারপর বড় ভাই, তারপর নিজের স্বামী, আর সর্বশেষে নিজের বড় ছেলে। প্রতিটি মা-বোন প্রথমে নিজের এই চারজন,যাতে ইলমে ক্বেরাত শিক্ষা করে নেয়, তার ফিকির ও চেষ্টা করতে হবে। যখন পুরুষদের শেখা হয়ে যাবে, তখন তাদের কাছ থেকে মহিলারা কুরআন শিখবে। যাদের এখনও ইলমে ক্বেরাত শেখা হয় নি তারা রোজানা যে সময়টা কুরআন তেলাওযাত করা নির্দ্দিষ্ট করবেন, সেই সময়টা প্রথমে সহি শুদ্ধ করে কুরআন শেখার কাজে ব্যয় করবেন। যখন পূর্ণ আয়ত্বে এসে যাবে তখন রোজানা কমপক্ষে ১ ঘন্টা কুরআন শরিফ ধারাবাহিক ভাবে তেলাওয়াতে লাগাতে হবে। আমরা যে কুরআন তেলাওয়াত করি এইটা কোন তেলাওয়াতই নয়। একদিন পড়লাম একদিন পড়লাম

না। রমজান এলো তে খুব পড়লাম,বাকি এগারো মাস কোন খবরই নেই। একপারা সহি শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করা কারও এক ঘন্টা লাগে কারও দেড় ঘন্টা লাগে। আবার অনেকে এমনও আছে মন চাইলে পড়ে, না চাইলে পড়ে না। এই রকম তেলাওয়াত দ্বারা আসলে কোনও ফায়েদা পাওয়া যায় না। আসলে ফায়েদা পেতে হলে রোজানা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে তেলাওয়াত করতে হবে। আমরা তেলাওয়াত করতে গেলে ভাল মুখ চলে না, পড়ে মজা পাওয়া যায় না। এজন্য হেকমত হল মুখ চলুক আর না চলুক ধারাবাহিকভাবে রোজানা কমপক্ষে এক ঘন্টা কুরআন পড়তে হবে, এক বৈঠকে যদি এক ঘন্টা সময় ব্যয় করতে না পারা যায় তাহলে দু-তিন বৈঠকে হলেও কমপক্ষে ১ ঘন্টা লাগাতে হবে। রোজানা এক ঘন্টা তেলাওয়াত করলে ধীরে ধীরে মুখ চালু হতে থাকবে। তখন অতি অল্পদিনের মধ্যেই রোজানা এক পারা সকলেই পড়তে পারবেন। এরপর পঞ্চাশ মিনিট ও পরে তিরিশ মিনিটে ইনশাআল্লাহ পড়তে পারবেন। পরিশেষে এক ঘন্টায় ২ পারা পড়া যাবে। কোন কারণে কোনদিন যদি কুরআন তেলাওয়াত কাজা হয়ে যায় তখন পরের দিন ঐ কাজা আদায় করে নিতে হবে। তা না হলে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। ইন্‌শাআল্লাহ যিনি পাক্কা নিয়েত করবেন ও চেষ্টা করবেন ও আল্লাহতায়ালার কাছে দোওয়া করবেন তাকে আল্লাহ তাবারাকাতায়ালা তওফিক দিয়ে দেবেন। তার গতি কেউ রুখতে পারবে না। এ হল ধারাবাহিক ভাবে তেলাওয়াতের নিয়ম। এ ছাড়া রোজানা ওজিফা হিসাবে সকালে সুরা ইয়াসিন পড়া এবং বাদ মাগরিব দুই রাকাত নামাজে আলিফ্-লাম্-মিম্-সিজদা ও দ্বিতীয় রাকাতে সুরা মুলক্ পড়ার অভ্যাস করা। যাঁরা এই দুই সুরা মাগরিব ও ঈশার মাঝখানে পড়বেন তারা শবে ক্বদরের রাত্রে ইবাদত করার মকবুল সওয়াব পাবেন। যদি নামাজে না পারেন তো মাগরিব ও ঈশার মাঝখানে এই দুই সুরা কোরআন পাক দেখে তেলাওয়াত করে নেবেন। রাতের বেলায় সুরা মুলুক ও সুরা ওয়াকিয়াহ্ নিয়মিত পড়লে সংসারে কোন দিন অভাব হবে না আর কবরে আজাবও হবে না। আর যারা প্রতি রাত্রে সুরা রহমান, সুরা ওয়াক্বিয়াহ, সুরা হাদিদ্ তেলাওয়াত করবেন তারা জান্নাতুল ফিরদৌসের বাসিন্দা হবেন। এই সুরা তিনটি ২৭ পারাতে পরপর আছে। এই আজফার সুরাগুলি সকলেই চেষ্টা করে মুখস্ত করে নেবেন। ইন্‌শাআল্লাহ তায়ালা একবার মুখস্থ হয়ে গেলে পরে আমল করতে বেশি সময় লাগবে না। সকাল-সন্ধ্যায় আজফার সুরাগুলি পড়তে

প্রায় আধঘন্টা সময় লাগবে। রমজান মাসে চেষ্টা করে তিন দিনে এক খতম দেওয়া অথবা রোজানা এক মনজিল করে পড়ে প্রতি সপ্তাহে কোরআনের এক খতম করা। চেষ্টা করলে রমজানের বাইরে ও ভিতরে এ ধরনের তেলাওয়াত কোন কঠিন নয়।

দ্বিতীয় হজরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ)-র আম্মাজান রমজান মাসে তারাবীর নামাজের ভিতরে দিল্লী নিজামুদ্দিনে পৃথকভাবে হাফেজ সাহেবদের পিছনে পর্দার আড়ালে রোজানা ১৬ পারা কোরআন তেলাওয়াত শুনতেন এবং নিজে রমজান মাসে রান্না করতেন। তা সত্ত্বেও রোজানা ৪০ পারা অর্থাৎ এক খতম ১০ পারা কোরআন পাক তেলাওয়াত করতেন। এতো হল এ যুগের ঘটনা।

সকাল বিকাল তিন তসবিহ আদায় করা ঃ

সকাল-বিকাল ঠিক কোরআন তেলাওয়াতের মত তিন তসবিহ আদায় করবেন। সুবহান্ আল্লাহি, ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লা হু আকবর ১০০ বার ধ্যানের সঙ্গে আদায় করবেন।

যে কোন দরুদ শরীফ সকালে ১০০ বার বিকালে ১০০ বার নিয়মিত ধ্যান ও খেয়ালের সাথে পড়া এবং ১০০ বার যে কোন এস্তেগফার যেমন আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জাম্বিও ওয়া আতুবু ইলায়হি বা আস্তাগফিরুল্লাহ লাজি, লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাউয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহি সকাল বিকাল আল্লাহর ধ্যানের সঙ্গে গুনাহকে ইয়াদ করে প্রতিদিন পড়বেন, বিশেষ করে সইয়েদুল ইস্তেগফার ও হজরত আবু দারদা ওয়ালা দোওয়া ও আরও মসনুন দোওয়াগুলো পড়ার চেষ্টা করা।

দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত কল্যানের জন্য বাড়ির নারী পুরুষ সকলের এই আমলগুলি করা একান্ত প্রয়োজন।

বাচ্চাদের দ্বীনি লাইনে তালিম ও তরবিয়তের ব্যবস্থা করা ঃ

সমাজে সংখ্যায় পুরুষের থেকে মেয়েদের সংখ্যা বেশি ও মেয়েদের চেয়ে বাচ্চারা বেশি। বাচ্চারা বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একরকম মায়ের কাছেই থাকে এবং বড় হয়ে নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। কচি বয়সে, কচি মনে যে জিনিস একবার গেঁথে যাবে, ঐ জিনিসই মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে যাবে। বাচ্চাদের দ্বীনের লাইনে তালিম ও তরবিয়াতের মধ্যে সর্বপ্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে বাচ্চা থাকাকালীন যেন তাদের দিলের মধ্যে সহি আকিদা পয়দা হয়ে যায়।

কোরআন ও হাদিস পাকের মধ্যে যে সমস্ত গায়েবের কথা এসেছে সে সব কথা যেন তাদের অন্তরে গেঁথে যায়। গায়েবের কথা মানে যেগুলো চোখে দেখা যাবে না এবং কোরআন হাদিসে আল্লাহর রসুল বলেছেন তার প্রতিটি জিনিস বাচ্চাদের সামনে এত বেশি আলোচনা হওয়া দরকার যাতে পরবর্তী জীবনে কোনও অবস্থাতেই কেউ তাহাদের তাকিদার মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি করতে না পারে।

আল্লাহ তাবারাকা তায়ালার জাত ও আল্লাহর গুণের কথা বিশেষ করে আল্লাহতায়ালা যে আমাদের সকলের রব, তিনিই সকলের লালন পালন করনেওয়ালা একথা বারবার বাচ্চাদের সামনে আলোচনা হওয়া দরকার।

আখেরাতের আলোচনা বাচ্চাদের সামনে বেশি করা দরকার। আখেরাতের বড় বড় ৭টি ঘাঁটি যথা মওত, কবর, হাসরের ময়দান, মিযান অর্থাৎ আমলনামার ওজনের পাল্লা, পুলসেরাত পার হওয়া, জান্নাত ও জাহান্নাম এই সবের আলোচনা বাচ্চাদের সামনে বার বার করা দরকার। যারা দুনিয়াতে চেষ্টা পরিশ্রম মেহনত করে নিজের ঈমান ও আমলকে সুন্দর করবে এবং দাওয়াত ও তবলিগের মেহনত করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে সে বহু সহজে ঐ সব ঘাঁটিগুলো পার হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মেহনত করে ঈমান, আমাল বানালো না ও সুন্দর করল না বরং ঈমান-আমল ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে তাদের ঐ সব ঘাঁটিগুলোতে কি কঠিন অবস্থা হবে, এই সমস্ত জিনিস বারবার করে বাচ্চাদের সামনে খুলে খুলে বলা দরকার যাতে আকিদার প্রত্যেকটা জিনিস দিলের মধ্যে মজবুত হয়ে বসে যায়।

বাচ্চাদের তরবিয়তের লাইনেও তাদেরকে একথা বোঝানো যে মাতা, পিতা, বড় ভাই ও গুরুজনের কথা সব সময় মেনে চলা দরকার। যতক্ষণ তারা শরিয়ত বিরোধী কোন হুকুম না দেয় এবং কখনও দুষ্ট বা খারাপ বাচ্চাদের সাথে না বসা, ছোট বড় কারও সাথে ঝগড়া ঝাটি ও মারামারি না করা। এতে ঈমান, আমল, লেখাপড়া, স্বাস্থ্য শরীর ও টাকা পয়সা সব কিছুর ক্ষতি হয়।

বাচ্চাদের তরবিয়তের মধ্যে একথাও ভালভাবে বোঝাতে হবে এবং তাদের দিলের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে সব অবস্থাতেই বিনয়ী ও নম্র হতে হবে। ছোট বড় সকলের সাথে নরম সুরে কথাবার্তা বলতে হবে।

লোকেরা শক্ত কথা বলবে, উলটো কথা বলবে এমনকি মিথ্যা কথাও বলবে, এমনকি রাগও দেখাবে কিন্তু এসব কিছুর মোকাবিলায় পাল্টা রাগ করা যাবে না ও প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না এবং হাসি মুখে সবর করতে হবে। এসময় সবর করাটাই হল মস্তবড় ওলি আউলিয়ার সিফত। যেমন তেমন ঈমানদারদের মধ্যে এই মহৎ গুনটা কল্পনা করাও যায় না। সাহাবায়ে কেরামদের বাচ্চাদের মধ্যে আখলাকের লাইনে যে সব ঘটনা হয়েছে সে সব ঘটনা বাচ্চাদের সামনে বার বার শোনানো দরকার। বারবার আলোচনা করে এই কথাগুলো দিলের মধ্যে গেঁথে দিতে হবে। আমাদের দুনিয়ার জীবনের পর আর একটা জীবন রয়েছে যাকে আখেরাতের জীবন বলা হয়। ঐ আখেরাতের জীবন হল আসল জীবন। আমরা দুনিয়াতে এসেছি আখেরাতের জীবনকে তৈরী করার জন্য।

আল্লাহতায়ালা কত বড়, তাঁর ক্ষমতা কত বড়, তাঁর একটা হুকুম কত বড়, আল্লাহর হুকুম মানলে কি লাভ আর না মানলে কত বড় ক্ষতি বাচ্চাদের সামনে বার বার আলোচনা করতে হবে। নবী (সঃ) এর একটা সুন্নতের কত দাম, তাঁর তরীকার কত দাম এ সব কথাও বাচ্চাদের সামনে বারবার আলোচনা করতে হবে।

প্রতিটি বাচ্চার দিলের মধ্যে একথা পাথরের মত শক্তভাবে জমিয়ে দিতে হবে যে জীবনের প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহতায়ালার হুকুমের উপরে এবং নবী (সঃ) - এর সুন্নতের উপরে এবং তাঁর তরীকার উপর অটল, অবিচল হয়ে থাকতে হবে যাতে বাচ্চাদের ওঠা বসা, চলাফেরা খাওয়া দাওয়া এবং পোশাক ইত্যাদি সবকিছুতেই হুজুর (সঃ) তরিকা মেনে চলার যোগ্যতা হয়ে যায়।

আমাদের সকলের জীবনের উদ্দেশ্য হল আখেরাতের জীবনকে বানানো

এবং নবীওয়ালা কাজকে, দাওয়াত ও তবলীগের মেহেনতকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করে নেওয়া। কর্মজীবনে টাকা পয়সা কামাই করাকে ও দুনিয়ার অন্যান্য কাজকে দু নম্বরে রাখতে হবে। আর তবলীগ ও দাওয়াতের কাজকে সর্ব অবস্থায় এক নম্বরে রাখতে হবে। এ কথাটাও বাচ্চাদের দিলে বসিয়ে দিতে হবে।

স্বামীর খেদমত করা ঃ

মা-বোনদের জন্য স্বামীর খিদমত করা বিরাট এক সওয়াবের কাজ। ঘরে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, স্বামীর মাল সম্পদের পাহারা দেওয়া এসব কিছু স্বামীর খিদমতের মধ্যে সামিল রয়েছে। যে সব মহিলা তার স্বামীর মাল-সামান, সন্তান সন্ততি, ঘরবাড়ি ঠিকমতো দেখাশোনা ও পাহারা দিবে সে তার স্বামীর যাবতীয় নেক কাজের শরীক হয়ে গেল। এসব ছাড়াও স্বামীর সব রকম খিদমতের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। বিশেষ করে স্বামী যখন বাইরে থেকে ঘরে আসবে তখন এমন কাজ করা যার দ্বারা তার মন খুশিতে ভরে যায়। নেক কাজে অগ্রসর হওয়া সহজ নয়। এজন্য স্বামীর দুনিয়াবি কোনও অসুবিধা ও পেরেশানি এসে যায়, তখন তাকে সৎ পরামর্শ দেওয়া এবং সাহস দেওয়া ও ধৈর্য্য ধারণ করতে বলা ঐ অবস্থায় আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রসুল (সঃ) কি বলেছেন তা তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া। সংসারের কোন খারাপ কথা স্বামীর কানে না দেওয়া। এতে তার মন খারাপ হতে পারে। এমন কি নিজের তরফ থেকে বা অন্য কারও পক্ষ থেকে এমন কোনও কথা স্বামীর কানে না দেওয়া যার দ্বারা একে অন্যের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, কথা কাটাকাটি, ঝগড়া বিবাদ শুরু হতে পারে। কেউ কোনও খারাপ কথা বললে নিজে নিজেই সেটা হজম করে ফেলা ও সবর করা। স্বামীর কানে না তোলা। একান্তপক্ষে যদি সাংসারিক কোন অসুবিধা বা ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বামীর কানে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে কখনও রাতের বেলায় ঐ কথা না বলা কারণ তার চিন্তা ভাবনায় রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে শেষে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। তাই একান্তই যদি কোনও কথা কানে দিতে হয় তবে সকালে নাস্তার পর বলা এবং সাথে সাথে সৎ পরামর্শ দেওয়া। কখনও যদি দুনিয়ার লাইনে যেমন চাষ, চাকরি, ব্যবসার কোনও অসুবিধা বা ক্ষয় ক্ষতি দেখা যায়, তখন তাকে বোঝানো ঈমানদারদের জন্য দুনিয়ার কোন ক্ষয় ক্ষতি এটা কোনও ক্ষয় ক্ষতিই

নয়। দুনিয়ার কোন অসুবিধা অসুবিধাই নয়, এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি অসুবিধা নবী ও সাহাবাদের, ওলি আউলিয়াদের জীবনে ঘটে গেছে, কিন্তু সে সময়ে তারা অটল ছিলেন ও সবর করেছেন। আসল ক্ষতি আখেরাতের ক্ষতি। আমাদের চেষ্টা করা উচিত আখেরাতের অসুবিধা থেকে কি করে বাঁচা যায়। এই চিন্তা বেশি করে করা উচিত। এ ছাড়াও স্বামীর খিদমতের লাইনে স্বামীর খাওয়া দাওয়া ও ঘুমানোও স্বাস্থ্য ও বিশ্রামের দিকে খেয়াল রাখা যাতে কোনও অসুবিধা না হয়।

সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করা ঃ

আমরা সকলেই আখেরাতের পথিক। আখেরাতের পথের যাত্রী। আখেরাতের জীবনে একদিন ফিরে যেতেই হবে, একথা ভুললে চলবে না। জন্মের পর থেকে আমরা সকলেই ক্রমশঃ প্রতি মুহূর্তে আখেরাতের অনন্ত অসীম জীবনের দিকে এগিয়ে চলছি, সুতরাং চলার পথে মাল সামান-এর বোঝা যত কম হবে, যত হালকা হবে, পথ চলাটা তত সহজ হবে। আমাদের খানাপিনা, পোশাক পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি যত সাদাসিধে হবে, উপার্জন করতে সময় কম লাগবে। ফলে বেশি সময় আমাদের আসল বাড়ি আখেরাতের তৈয়ারিতে লাগবে। সকল নবীগণ, সাহাবাগণ এবং বুজুর্গানে দ্বীন, আউলিয়ায়েকেরাম এঁরা সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। বাড়ির সকলের জীবনকে সাদাসিধের উপর নিয়ে আসতে হবে। আড়ম্বরপূর্ণ যাঁকজমক পূর্ণ বিলাসিতার জীবন যাপন করে আখেরাতকে বানানো বড় কঠিন ব্যাপার। হাজারে বা লাখে একজনও টিকে কি না সন্দেহ আছে। এজন্য কেউ যদি দেশের বাদশাহ-ও হয়ে যায় তথাপি যেন জীবন না পাল্টায়। পূর্বে যেমন সাদাসিধে ছিল তখনও যেন তেমনি তার সবকিছু সাদাসিধে থাকবে। কোনও কিছুর মধ্যে যেন কোনও পরিবর্তন না আসে। আল্লাহতায়ালা যখন কাউকে টাকা পয়সা, মালধন দান করবেন তখন তার উচিৎ ঐ টাকা পয়সা দ্বারা সর্ব আগে দ্বীনের তাকাজা পুরা করা, পরে দুনিয়ার জরুরতগুলো পুরা করা। সুফিকুল শিরোমণি হজরত ওমর ইবনে আজিজ (রহঃ) এর কথা কে না জানে। যাকে দ্বিতীয় ওমর বলা হয়, যার সময় বাঘে আর ছাগলে একসাথে চড়তো ও একঘাটে পানিপান করত। বাঘের সাহস হতো না যে ছাগলের

উপর হামলা করে। হজরত ওমর ইবনে আজিজ (রহঃ) এমন ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। যাঁর বিবি ইতিহাস বিখ্যাত বিবি ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর বাপ বাদশাহ, ভাই বাদশাহ, দাদা, নানা বাদশাহ ছিলেন আর একদিকে স্বামীও বাদশাহ ছিলেন। একবার তার ঘরের পরিবেশ দেখার জন্য এক মহিলা তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তখন ঐ মহিলা দেখলেন যে একজন মহিলা সাধারণ কাপড় পরা অবস্থায় ঝাল মশলা পেশার কাজে রত আছেন। তখন ঐ মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন বাদশাহ-র বেগম কোথায়? উত্তরে তিনি বললেন, আমিই বাদশাহ-র বেগম। এই উত্তর শুনে ঐ আনেওয়ালা মহিলা অবাক হয়ে গেলেন। এতবড় খলিফা, এতবড় বাদশাহ-র বেগম অথচ তিনি নিজ হাতে মশলা বাঁটছেন। তারপর ঐ মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ঘর খালি কেন, ফাঁকা কেন? ঘরের ফার্ণিচার, আসবাব পত্র কোথায়? বেগম সাহেবা উত্তরে বললেন, আমার স্বামীর আর একটা বাড়ি আছে। তিনি আমাদের সব আসবাবপত্র সেখানেই জমা করেছেন। ঐ মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার স্বামীর বাড়িটা কোথায়? উত্তরে বেগম বললেন তার বাড়ি হল আখেরাতে, জান্নাতে। ঐ আনেওয়ালা মহিলা দেখলেন একটি পুরুষ কাদামাটি দিয়ে দেওয়াল মেরামত করছেন ও মাঝে মাঝে বেগম সাহেবার দিকে দেখছেন। ঐ মহিলা বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি ঐ মজদুর লোকটা থেকে পর্দা করছেন না কেন? উত্তরে বেগম বললেন, আরে উনিই তো আমার স্বামী।

সাদা সিধা খানাপিনা, সাদাসিধা কাপড় চোপড়, সাদাসিধা ঘর বাড়ি, ছেলে মেয়ের বিবাহ সাদাসিধে ভাবে খরচপাতি ইত্যাদি হল সাদাসিধে ওয়ালী জীবনের মূল বুনিয়াদ।

নানা প্রকার গহনাগাটি, দামী দামী কাপড় চোপড় ও দামী দামী আসবাব পত্রের চিন্তাফিকির যখন আমাদের ঘরের মহিলারা মুক্ত হতে পারবেন, তখন ইনশাআল্লাহ্ আমাদের জীবনে সাদাসিধেওয়ালী জীবন চলে আসবে।

যখন আমাদের মা-বোনদের চেষ্টা ফিকিরের দ্বারা প্রতিটি ঘরে ঘরে সাদাসিধেওয়ালী জীবন চলে আসবে তখন ঐ সব ঘর থেকে পুরুষদেরকে ও মেয়েদেরকে দ্বীনের তাকাজা পুরা করার জন্য আল্লাহ তাবারাকাতায়ালা দুনিয়ার কোনায় কোনায় যাওয়ার তৌফিক দান করবেন।

মাহরাম পুরুষদের কে আল্লাহর রাস্তায় বের করা ৪

মহিলাদের প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে একটি বড় কাজ হল - প্রত্যেকেই নিজের বাড়ির মাহরাম পুরুষকে আল্লাহ-র রাস্তায় বাহির করা।

বড়রা বলেন, দাওয়াত ও তবলীগের কাজের মধ্যে অনেক কাজ রয়েছে, কিন্তু আসল কাজ হল দুটি, তৈরী করা আর বের করা অর্থাৎ তশকিল করা আর আল্লাহ-র রাস্তায় বার করা।

আল্লাহতায়ালার বান্দাদেরকে আল্লাহ-র রাস্তায় জান, মাল ও সময় নিয়ে বের হওয়ার জন্য মেহনত করে তৈরী করা এবং আল্লাহর রাস্তায় বের করা সকলের উপরে জিম্মাদারী। পুরুষদের উপর যেমন জিম্মাদারী, মেয়েদের উপর তেমনই জিম্মাদারী। মহিলারা তাদের ১৪ জন মাহরম পুরুষদেরকে যথা, বাপ, ভাই, স্বামী, পুত্র, জামাই, এবং চাচা, মামা, দাদা, নানা, ফুফা, খালু, নাতি, পোতা, ভাইপো ও ভাগনাদেরকে অশকিল করে করে আল্লাহ-র রাস্তায় পাঠাবেন।

প্রতিটি মেয়েলোক প্রতিটি মাহরম পুরুষের জন্য ফিকির করবেন যাতে ঘরের ও পরিবারের ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কোনও একজনও মাহরম পুরুষ আল্লার রাস্তায় বের হতে বাকি না থাকে। মা-বোনদের দিলের মধ্যে তামান্নাই হবে অর্থাৎ আশা জাগবে যাতে তাহাদের প্রতিটি মাহরম পুরুষের হাসর নবীদেরও সাহাবাদের সাথে হয়, এবং তাদের জান্নাত ও নবী ও সাহাবাদের জান্নাতের পাশে হয়। ঘরের মা-বোনদের দিলে আশা এটাই হইবে যে তাদের মাহরম পুরুষগন সকলের জীবনের মকসদ ও উদ্দেশ্য বানিয়ে দ্বীনের মেহনত করুক।

রোজানা কমপক্ষে আড়াই ঘন্টা। সপ্তাহে দুই গাস্ত ও মাসে তিন দিন ও বৎসরে এক চিল্লা অথবা চার মাস এর জন্য আল্লাহ-র রাস্তায় বার করা।

সকল মা বোনদের লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের কোন একজন মাহরম পুরুষ যেন এই সর্ব নিম্ন তরতীবের উপরে উঠতে বাকি না থাকে। যখন এই বাৎসরিক তরতীব ছুটে যাবে তখনই বুঝতে হবে যে দুনিয়ার মহব্বত বেড়ে গেছে। পক্ষান্তরে আসল বাড়ি, আসল ঘর, আসল ঠিকানা এবং আখেরাতের ফিকির কমে গেছে।

(বাৎসরিক তরতীব, অর্থাৎ রোজানা ২.৩০ ঘন্টা সপ্তাহে ২ গাস্ত, মাসে ৩ দিন, বৎসরে ৪ মাস অথবা ১ চিল্লা)

হজরত ওমর ফারুকের জামানাতে কাদেশিয়ার যুদ্ধে হজরত খানসা (রাঃ)

চারজন নওজোয়ান ছেলেকে আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে জিন্দা রাখার জন্য কাফেরদের মোকাবিলাতে জান দেওয়ার জন্য কবিতা আবৃত্তি করলেন এবং কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে তশকিল করলেন। মায়ের তশকিল অনুযায়ী চার ভাই একের পর এক আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হলেন। দ্বীনের গুরুত্ব এবং দ্বীনের মেহনতের গুরুত্ব, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের রাস্তায় জান মালের কোরবানী দেওয়ার গুরুত্ব ঐ সকল মহিলারা নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেন। আর তাহাদের কোরবানীর বদৌলতে আজ আমরা দ্বীন পেয়েছি এবং ঈমান, ইসলাম ও হেদায়তের মত মহান দৌলতের সন্ধান পেয়েছি। এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আমাদের ঘরের মহিলাদের কি রকম জজবা কি রকম উৎসাহ হওয়া উচিত। অন্ততঃপক্ষে সকল ঘরের মা-বোনদের এই উৎসাহটুকু থাকতে হবে যে বর্তমান জামানায় দ্বীন ইসলামের ধারক ও বাহক হল ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীন। বর্তমান জামানায় এই ফেৎনা ফাসাদের যুগেও অনেক মা-বোন এমনভাবে তৈরী হয়ে গেছেন যে নিসাব (তরতীব) যেন কাজা হয়ে না যায়। অনেক মা বিদেশে চাকরিরত ছেলের প্রতি কড়া নির্দেশ দেন যে বিদেশ থেকে বাৎসরিক ছুটিতে যখন দেশে আসবে তখন বিমানবন্দরে মাল, সামান, বিছানাপত্র আত্মীয় স্বজনদেরকে দিয়ে সোজা নিজের জেলা মারকাজে চলে যাবে। সেখান থেকে আগে চিল্লা পুরা করে তারপর মা-বাপ, ভাই, বোনদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। প্রতিটি মহিলাকে হজরত খানসা (রাঃ) এর আদর্শ সামনে রেখে তার মত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ শান্তি আসবে।

আল্লাহ্‌ তাবারাকাতায়ালা আমলওয়ালা জীবন গড়ার তওফিক দিন।
আমিন। সুম্মা আমিন।